* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সবাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 108

৫০ বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন, ১৩৭৮ (১ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক) Thursday, Sept. 23, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

পেন শিল্পে নির্ম্মল পেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে

পতাকা মার্কা ফোনঃ– ৩৫-২৭৭৪ ভারত প্যাকিং সরষের তেল ঘানি প্রথায় তৈরী ভারত অয়েল মিল

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কল কারখানা সরানো চলবে না

—মৈনুল হক চৌধুরি

স্টাফ রিপোরটার

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী বুধবার কলকাতায় বড় বড় শিল্পপতিদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁরা যদি কলকারখানা সরিয়ে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়া বন্ধ না করেন তাহলে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। দরকার হলে এর জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গই এই সব শিল্পপতিদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আর তাঁরাই আজ সেই পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে অন্যত্র চলে যাবেন? এটা চিন্তা করাও পাপ।

শ্রীচৌধুরী বলেন, বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কমে গিয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিদেরই তিনি দায়ী করেন। পক্ষান্তরে ছোট ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ না হলেও ক্রমশ বাড়ছে। বৃহৎ শিল্পপতিদের এই মনোভাবের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বৃহৎ শিল্পপতিরা কি কারণে উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছেন তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

শ্রীচৌধুরী এদিন কলকাতায় তিনটি সভায় ভাষণ দেবার সময় রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন।

ওরিয়েনটাল চেমবার অফ কমারসের এবং ইনডিয়া ইণ্টার ন্যাশানালের আলোচনাচক্রে শ্রীচৌধুরী বক্তৃতা দেন।

শ্রীচৌধুরী বলেন, বৃহৎ শিল্পপতিরা যাতে কোনমতেই ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের কাজকর্মে বাধা না দিতে পারেন তার জন্য সরকার খুবই সতর্ক। তাছাড়া বড় বড় শিল্পপতিরা অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলেই তাঁদের কাজকর্ম সীমিত রাখেন। অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে তাঁরা কোন দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেন না। তিনি বলেন, কলকাতা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে অনুন্নত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন ওই সব এলাকায় শিল্পপতিদের যেতে হবে।

উৎপাদন কম হবার ব্যাপারে শ্রীচৌধুরী যুগপৎ মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, দুর্গাপুর ইসপাত কারখানায় বর্তমানে শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ উৎপাদন হয়। এবং এই কারণে বিদেশ থেকে আমাদের ইস্পাত আমদানি করতে হয়। তিনি বলেন, শ্রমিকরা যদি কর্তৃপক্ষের সংগে সহযোগিতা না করেন তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। উৎপাদন না বাড়লে নতুন শিল্প গড়ে কোন লাভ নেই। এই অবস্থা খুবই ভয়ংকর। শ্রমিকরা বেতন বাড়াতে চান, চান চড়াহারে বোনাস। কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে তাঁরা এত উদাসীন কেন? এই উদাসীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তিনি শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানান। সংগে সংগে তিনি একথাও বলেন, শ্রমিকরাও অনেক সময় তাঁদের প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন। তিনি বলেন, এই জন্য সরকার ব্যাপক আকারে নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন করবেন।

ওরিয়েনটাল চেমবার অফ কমারসের সভায় শ্রীতাহের চিঠিওয়ালা সভাপতিত্ব করেন। ইনডিয়া ইণ্টার ন্যাশনাল ক্লাবের আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন শ্রীইন্দের থাপার।

শ্রীচৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান সরিয়ে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেলেও বড় বড় শিল্পপতিরা বর্তমান অবস্থা থেকে রেহাই পাবেন না। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যায় জর্জরিত এই পশ্চিমবঙ্গকে তাজা করে তুলতে না পারলে এখানকার এই আবহাওয়া সারা ভারতে সংক্রামকব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়বে। সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সরকার রুগ্ন শিল্পের ঋণের দায়িত্ব নেবেন না

শ্রীচৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের 'রুগ্ন' শিল্পগুলির পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করলেও ওইগুলির দায় বা ঋণের বোঝা তাঁরা বহন করবেন না। প্রয়োজনবোধে মাসেককালের মধ্যে এজন্য তাঁরা আইন প্রণয়ন বা অরডিনানস-এর মারফত ওই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

শ্রীচৌধুরী এদিন এখানে সর্ব-

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক মিস্টার পল হেনরী কনেট বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পাওয়া সাত দিনের মেয়াদী ভিসা সদম্ভে সাংবাদিকদের দেখাচ্ছেন। —নিজস্ব চিত্র

কেন্দ্রীয় কর্মীও বরখাস্ত হচ্ছেন, তালিকা তৈরি

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীকে ৩১১ ধারা বলে কর্মচ্যুত করবেন বলে জানা গেল। এদের নামের তালিকাও তৈরী হয়ে গিয়েছে।

এই তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সূত্রে খবর সংগ্রহ করেছেন; শুধু বিভাগীয় প্রধানদের উপর নির্ভর করেননি।

কবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের উপর ৩১১ ধারা প্রযোজিত হবে তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে, এটুকু জানা গিয়েছে যে, দু-তিন দিন আগে এ নিয়ে দিল্লিতে বেশ কিছুটা আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় ৩১১ ধারা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত এবং নামের তালিকাটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কবে ৩১১ ধারা প্রয়োগ করা হবে তাও চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। তবে, সে সম্পর্কে একান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে।

মূল নীতিটা একই। এ ক্ষেত্রেও সরকারের বক্তব্য : পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারী দফতরগুলিকে সক্রিয় করতে হলে এবং দলীয় রাজনীতিমুক্ত করার জন্য ৩১১ ধারাবলে কিছু লোককে কর্মচ্যুত করা একান্ত আবশ্যক। তাঁদের অফিস থেকে না সরালে আবহাওয়া ভাল করা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু দফতর রয়েছে। যেমন ডাক ও তার, রিজারভ ব্যাঙ্ক, কাসটমস, একসাইজ, রেল, আমদানি রফতানি, স্টেশনারী ইত্যাদি। সব দফতর থেকেই যে লোক ছাঁটাই হবে তা অবশ্য নয়।

সরকারী কর্মীদের কর্মবিরতির অবসান

পুজোর পর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য সরকারী কর্মীদের কো-অরডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দকে বরখাস্তের প্রতিবাদে ওই কমিটির ডাকে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা গত দশ দিন ধরে যে কর্মবিরতি পালন করছিলেন বুধবার তা শেষ হয়। আজ বৃহস্পতিবার থেকে কর্মচারীরা যথারীতি কাজ করবেন। রাজ্য সমন্বয় কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বুধবার সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত সমাবেশে এই কথা জানিয়ে বলেন, পুজোর পর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এদিন সারা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীরা 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করেন। বিকেলে ১২ জুলাই কমিটি, মারকেনটাইল ফেডারেশন ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির ডাকে কর্মচারীরা নেতাজী সুভাষ রোডে এক সমাবেশে যোগ দেন। অফিস ছুটির পর তাঁরা মিছিল করে আসেন। ওই সময় ওই অঞ্চলে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সমাবেশে শ্রীসুশীল ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং সর্বশ্রী দীপেন ঘোষ, শান্তি ভট্টাচার্য ও সুকোমল সেন বক্তৃতা করেন।

অন্যান্য সংগঠনের প্রতিবাদ

এদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য সংগঠন ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের যুক্ত কমিটির পক্ষ থেকেও এই বরখাস্তের প্রতিবাদে বুধবার 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। এদিন কমিটির ডাকেও কর্মচারীরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সমাবেশে যোগ দেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

আরজেনটিনার রেভারেনড ইসমেল কুইল, বুধবার লবণ হ্রদের শরণার্থী-শিবিরে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। —নিজস্ব চিত্র

পদগরনি ১ অকটোবর দিল্লি আসছেন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—সোভিয়েট প্রেসিডেনট নিকোলাই পদগরনি হানয় যাওয়ার পথে ১ অকটোবর এখানে আসছেন।

শ্রীপদগরনি সোভিয়েট সরকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন। একদিন এখানে কাটিয়ে তিনি ২ অকটোবর বিমানে হানয় রওনা হয়ে যাবেন। —ইউ এন আই

হলদিয়ায় পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

হলদিয়া, ২২ সেপটেমবর—আজ সকালে হলদিয়া বন্দরে পুলিশ একটি ইনজিনিয়ারিং কোমপানির বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। (পি টি আই-এর খবরে নিহতের সংখ্যা অন্তত চার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।) এই ঘটনায় ১২জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আটজন আহতকে সংকটজনক অবস্থায় তমলুক হাসপাতালে এবং চার জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়। দু'জন আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তমলুকে সরকারী কর্মচারীরা বলেন, বোনাস ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে কোমপানির কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ ঘটে এবং কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এর পর শ্রমিকরা তেলের ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য স্থানে আগুন লাগাবার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়।

ঘটনার খবর পেয়ে তমলুকের মহকুমা হাকিম ও মহকুমা পুলিশ অফিসার এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে দ্রুত হলদিয়া চলে যান।

সংশ্লিষ্ট কোমপানির চৌহদ্দির মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে।

তিনজন নিহতের মধ্যে একজনের নাম বিপ্র মুল্যে ও আরেক জনের নাম সিউবালক সিং বলে জানা গিয়েছে। তৃতীয় নিহতের নাম জানা যায়নি।

পুলিশের মধ্যে সুতাহাটা ও বাগনাপাড়ার ও সি দু'জন এবং একজন কনেসটবল আহত হয়েছেন।

অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য বুধবার মহাকরণে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্তের ঘরে ব্রিগেডিয়ার জি-ডি মোহন, লেঃ কঃ জি এস নালাম, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের জয়েনট ডিরেকটর শ্রী পি ব্যানারজি, সীমান্ত বাহিনীর আই-জি শ্রীগোলক মজুমদার পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি ইয়ারিয়ার, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম এস মুখারজি, কলকাতার টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীশংকরনারায়ণ, পশ্চিমবঙ্গের আই জি, গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রতিরক্ষার অতিরিক্ত ডিরেকটর শ্রীদেবব্রত ধর বৈঠকে থাকেন।

মাত্র দু ঘণ্টা ধরে বৈঠকে নানা প্রশ্ন নিয়ে মত বিনিময় হয়। বিমান আক্রমণের হাত থেকে অসামরিক নাগরিকদের উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচনার পর স্থির হয় জেলাস্তরে সিদ্ধান্তগুলি জানিয়ে দেওয়া হবে।

ওই বৈঠক-শেষে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, আমরা সম্ভাব্য সবরকম আক্রমণের মোকাবিলার জন্য প্রতিটি ইউনিটকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছি।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে যাননি

স্টাফ রিপোরটার

দিল্লিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে চারদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে এক প্রতিনিধি দল বুধবার কলকাতায় এসে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে গেলেন। প্রতিনিধি দল সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে যাননি। আঠারোটি দেশের পঁয়ত্রিশজন প্রতিনিধি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আট ঘণ্টায় লবণ হ্রদ শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখেছেন, কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে গিয়েছেন, তারপর একই বিমানে দিল্লি ফিরে গিয়েছেন ২৬ জন। ৯ জন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

ডঃ আদম মালিক পূর্ববঙ্গ নিয়ে বিতর্ক চান না

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ সেপটেমবর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনের জন্য নবনির্বাচিত সভাপতি ইনদোনেশিয়ার ডঃ আদম মালিক আজ বলেছেন যে, তিনি পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে পরিষদে বিতর্কের পক্ষপাতী নন। কারণ এই বিতর্কের শেষ নেই। এবং সমস্যাটির তাড়াতাড়ি সমাধানও করা যাবে না।

ডঃ মালিক পরিষদে সভাপতিরূপে তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বেলন, ভারত ও পাকিস্তানকে একসংগে বসে 'এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে'র জন্য চাপ দেওয়া উচিত।

ডঃ মালিককে জিজ্ঞাসা করা হয়—ভারত যখন মনে করে যে, পূর্ব বাংলার সমস্যার সমাধান পূর্ববঙ্গবাসীদের সংগেই করতে হবে তখন কপ করে ভারতকে বলা যাবে যে, পাকিস্তানের সংগে ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলুন।

ডঃ মালিক এর স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারেননি। তিনি শুধু বলেন, হ্যাঁ, ব্যাপারটা পাকিস্তানের ব্যাপার। তবে সেই সংগে এটাও বলেন, পাকিস্তানকে চাপ দেওয়া যাবে না। কারণ ওটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। —পি টি আই

জোটনিরপেক্ষ দেশের খসড়া ইসতাহার

ভারতে শরণার্থী আগমন অভূতপূর্ব মানবিক সমস্যা

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ সেপটেমবর—ওয়াকিবহাল মহল গতকাল বলেন : ৭৪টি জোটনিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধি দল এক খসড়া ইশতাহারে ঘোষণা করেছেন, পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের ভারতে আগমন এক 'অভূতপূর্ব মানবিক সমস্যার' সৃষ্টি করেছে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রদূতেরা সোমবার খসড়াটি তৈরী করেছেন এবং ৩০ সেপটেমবর এক সম্মেলনে তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাছে ওটি পেশ করা হবে।

ওয়াকিবহাল মহল বলেন : ইশতাহারে রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি, ভিয়েতনাম, কামবোডিয়া, নিরস্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন এবং ভারত উপমহাদেশের সামগ্রিক সমস্যা। খসড়াটিতে আছে ৩২টি অনুচ্ছেদ।

জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি এই প্রথম এ ধরনের এক ব্যাপক ইশতাহার প্রকাশ করছেন।

জামবিয়ার রাষ্ট্রদূত খসড়া তৈরির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

ওয়াকিবহাল মহল আরও বলেন : জোটনিরপেক্ষ কয়েকটি দেশ ব্যাপকতর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার প্রশ্নটি তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু মরক্কো এবং আরও কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র এই বলে আপত্তি তোলেন যে, পাকিস্তানের অনুপস্থিতিতে এ নিয়ে আলোচনা যুক্তিযুক্ত নয়।

শরণার্থীদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে এবং তাঁরা যাতে তাড়াতাড়ি নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন, সে রকম একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে ইশতাহারে আহ্বান জানানো হয়। —রয়টার

আদম মালিক রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদে সভাপতি

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ সেপটেমবর—ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআদম মালিক গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রী মালিক ১১৯টি ভোট পেয়েছেন। সদস্য সংখ্যা ১৩০। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১২২ জন। বাকি তিনটি ভোট পেয়েছেন তিনজন—ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআব্বা এবান, সাইপ্রাসের রাষ্ট্রদূত শ্রীজেমন রোসিডেস এবং ইনদোনেশিয়ার কমিউনিসট পারটির পরলোকগত নেতা শ্রী ডি এন মাইদিত।

নির্বাচনের পর শ্রী মালিক বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রতিনিধির কাছে বলেন, এই সংস্থা হল এক বিশ্ব মৈত্রী সংঘ। একথা মনে রেখেই আজ এমন এক নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা করা দরকার—যেখানে রাষ্ট্রগুলির বিভিন্নতার মধ্য থেকে গড়ে উঠবে মানবজাতির সুদৃঢ় ঐক্য।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান অধিবেশনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজে অগ্রসর হতে হবে। রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শান্তির প্রতিষ্ঠা চাই। যুদ্ধ নয়, মৈত্রীই তার মূল কথা।

সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশন শুরু হয়েছে গতকাল থেকে।

বিদায়ী সভাপতি নরওয়ের শ্রীএডওয়ারড হামব্রোই ২৬তম

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

নিকসন আবশ্যিক সৈন্য সংগ্রহের অধিকার পেলেন

ওয়াশিংটন, ২২ সেপটেমবর—সশস্ত্র বাহিনীতে আবশ্যিকভাবে সৈন্য সংগ্রহের অধিকার প্রেসিডেনটকে আবার দেওয়া সংক্রান্ত বিলটি গতকাল মারকিন সিনেটে অনুমোদিত ও হোয়াইট হাউসে প্রেরিত হয়েছে। —রয়টার

রুশ প্রতিনিধি হঠাৎ দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—সোভিয়েট পররাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রপুঞ্জ বিষয়ক বিভাগের প্রধান শ্রী এস কে জারাপকিন গতকাল হঠাৎ এখানে আসেন। তিনি ওইদিনই বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং এবং বহির্বিষয়ক দফতরের অফিসারদের সংগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যে যে বিষয় উত্থাপনের সম্ভাবনা আছে, মূলত সেগুলি সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। —পি টি আই

মাও সুস্থ, তবু জল্পনা। অর্থনৈতিক কারণে কুচকাওয়াজ বাতিল

প্যারিস, ২২ সেপটেমবর—মাও কি মৃত না অসুস্থ? নানা লক্ষণ দেখে এমন সব কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানকার চীনা দূতাবাস থেকে আজ এখানে বলা হয়েছে : চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং সম্পূর্ণ সুস্থ।

পিকিংয়ে ১ অকটোবরের কুচকাওয়াজ হঠাৎ কেন বাতিল হল? এই প্রশ্নের জবাবে লনডন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র বলেন : পিকিংয়ে ১ অকটোবরের কুচকাওয়াজ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক কারণে নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিদের কেউ কেউ জানান, তাঁরা করাচি রেডিওতে শুনেছেন—চীনের কমিউনিসট পারটির চেয়ারম্যান মাও সে তুং পরলোকগমন করেছেন। তাঁরা চান, এই বিষয়টি নিয়েই এখন আলোচনা করা হোক।

শেষ পর্যন্ত জানা যায়, করাচি রেডিও-র খবরটি হল মাও সে তুং-এর পরলোকগমন সম্পর্কে ধারণা মাত্র।

এ সত্ত্বেও যে সব প্রশ্ন উঠেছে, তা হল : চীনে বিমান ও সামরিক যানবাহন চলাচলই বা তিনদিন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কেন? প্রখ্যাত মারকিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পল ডাডলে হোয়াইটই বা হঠাৎ কেন পিকিং গেলেন? নিকসনই বা কেন অত তাড়াতাড়ি পিকিং যাচ্ছেন? (জাপানী সংবাদপত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বঙ্গবন্ধুর বিচার শেষ

ঢাকা, ২২ সেপটেমবর— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে, আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বিশেষ সামরিক ট্রাইবুন্যালে বঙ্গবন্ধুর বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তথ্যাভিজ্ঞ একটি বেসরকারী সূত্রে আজ ওই সংবাদ জানা যায়।

সেই সূত্রে আরও জানা যায়, শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে তাঁদের সাক্ষ্য নথীভুক্ত করে গোপন বিচারের কয়েকজন সাক্ষী ঢাকা ফিরে এসেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। —এ পি

মারফি মিনি মাস্টার
ভারতের প্রথম ২ ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর...
আজও এই শ্রেণীর অদ্বিতীয় সেট

২১০ টাকা*

মারফি মিনিমাস্টার এক অসাধারণ যন্ত্র। এর মূল্য আরও বেড়ে গেছে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গুণে—যার ফলে শর্টওয়েভ স্টেশনগুলোতে পাচ্ছেন ব্যাণ্ডস্প্রেডের (মাইক্রো-টিউনিং) উপযোগিতা—এ জিনিস হাতে পেলে আপনি তো সুখীলোক!
১৯৬৫ সালে মিনিমাস্টার হওয়ার পর থেকেই সেকেলে টেলিস্কোপিক এরিয়ালের একেবারে পাট উঠে গেল। এখন আপনি পিকনিকে আপনার ট্রানজিস্টর স্বচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে যেতে পারেন—আপনার ট্রানজিস্টরে এখন আর খোঁচা হয়ে এরিয়াল বেরিয়ে থাকবে না। ২.২৫ লক্ষাধিক পরিবার আজ এই ট্রানজিস্টরের অধিকারী হয়ে সুখভোগ করছে! অন্যান্য দেশেও আরও অনেক পরিবার এমনিভাবে মারফি মিনিমাস্টারের টানে বাঁধা পড়েছে। এ তো হবেই।

* দাম এক্সাইজ ডিউটি সমেত অন্যান্য ট্যাক্স স্বতন্ত্র

মারফি মিনি মাস্টার

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান ডাকে (আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ) — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি . . . ২ পয়সা

Tele : ANANDRABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক: ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে: আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা: ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ টাকা	xxxx
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	xxx

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

কলিকাতায় গুজরাটি হাসপাতালের জন্য গাইনিকো অভিজ্ঞতাসহ বা ব্যতীত পার্ট টাইম জুনিয়র মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট আবশ্যক। অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণসহ সেক্রেটারী, ৮, রাধাবাজার লেন, কলিকাতা-এর নিকট আবেদন করুন। (সি ১৭৪৫)

নেভ্যাল আর্কিটেক্ট, অ্যাকাউন্টস অফিসার এবং কমার্সিয়াল অফিসারের পদ

সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড/সেন্ট্রাল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ভারত সরকারের আন্ডারটেকিং), ৪নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-এর নিম্নোক্ত কর্মীবৃন্দ আবশ্যক—

১) অ্যাসিস্ট্যান্ট নেভাল আর্কিটেক্ট, গ্রেড—২
কোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত নেভ্যাল আর্কিটেকচারে ডিগ্রি। জাহাজ তৈয়ারি শিল্পে অন্তত চার বৎসরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। বয়স ৪০ বৎসরের নীচে।

২) অ্যাকাউন্টস অফিসার :
ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর ফাইন্যাল পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বয়স ৩০ বৎসরের নীচে।

৩) কমার্শিয়াল অফিসার :
আর্টস সায়েন্স অথবা কমার্সে প্রথম শ্রেণীর অথবা উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রিসহ কোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি/ডিপ্লোমা এবং/বা আইনে ডিগ্রি। বয়স ২৮ বৎসরের নীচে।

উক্ত (১), (২) এবং (৩)-এর বেতনক্রম : ৪০০—৪০০—৪৫০—৩০—৬০০—৩৫—৬৭০—বোঃ বাঃ—৩৫—৯০০, টাকা।

কোম্পানির রুল অনুসারে প্রদেয় মহার্ঘ এবং অন্যান্য ভাতা। অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে অগ্রিম ইনক্রিমেন্টের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

সকল নিয়োগ দুই বৎসরের জন্য অবেক্ষাধীন। অবেক্ষাধীন কালে কার্য সম্পাদনে দক্ষতা ও উপযুক্ততার উপর পাকা বহাল হওয়া নির্ভর করিবে।

মনোনীত প্রার্থিগণকে ভারতের যে কোনো স্থানে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

তফসিলভুক্ত জাতি/তফসিলভুক্ত উপজাতি, প্রাক্তন যুদ্ধকর্মচারীদের জন্য কয়েকটি পদ সংরক্ষিত।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটোসহ দরখাস্ত ৪নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-১ ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছান চাই।

এইচ কে সেন
সেক্রেটারি
(১৭৩)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

অরুণ (টুটুন) আমার অবস্থা ভেবে পূজার আগে বাড়ী অবশ্যই ফিরে এসো। —মা। (সি ১৬৮২)

মোটরকার-লরী

মাসে অফিস লিফ্‌ট গড়িয়াহাট, রাসবিহারী, হাজরা, ল্যান্সডাউন, ডালহাউসী যাতায়াত মাসে ৩২৲। ৪৬-৭৩০৬ (সি ১৬৬৬)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্স ম্যুলার ভবন : শিল্পায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন-এর উপর সেমিনার। অদ্যকার বিষয় : শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিকতা। অংশ গ্রহণকারী : জার্মানি হইতে ডঃ এম আর লে পাসিয়স এবং কলিকাতা হইতে ডঃ বি পি ব্যানার্জি। বেলা ১০টা হইতে বিকাল ৫টা। (২৮৮/২)

সঙ্গীত-কলা

মহিলা বেতারশিল্পী নিজ বাড়িতে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র গীতি, রজনীকান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ভজন শেখান। পি মল্লিক, ২৮/১৬, স্টেশন রোড, কলি-৩১ ফোন : ৪৬-৪৬৫৬। (সি ১৭৪১)

টাইপ রাইটার

পুরাতন টাইপরাইটার মেসিন ক্রয় ও মেরামত করা হয়। অরুণবাবু, ৪৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। ফোন—৩৫-৬৩৭৪। (সি ১৬৮৪)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

ভ্রমণ করুন—১। কেদারবদ্রী—৬/১০, ২। কাশ্মীর প্যাকেজ ট্যুর—৮/১০, ৩। কামাখ্যাধাম, শিলং ও দার্জিলিং—১৬/১০, ৪। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম ও উত্তর ভারত—২০/১০। ৪০/১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৭২৪৭। (২১৫এ)

ব্যবসা-বাণিজ্য

বিখ্যাত H L C ব্র্যান্ড হ্যান্ড পাম্প, মোটর পাম্প, স্ট্রেনার। প্রস্তুতকারক : হাওড়া লাইট কাস্টিং কোং প্রাঃ লিঃ, ২৭/২সি, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। (৫৭৮৯এ)

শোক-সংবাদ

পরলোকে শ্রীসুবোধকুমার ধর

গত ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সাল বৃহস্পতিবার সকাল ৭-১৫ মিঃ নঙ্গী বাটানগরের বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ী সদাপ্রফুল্ল মিষ্টভাষী শ্রীসুবোধ কুমার ধর মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে অকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রী ধর নঙ্গীর আদি ও বিশ্বস্ত ঔষধের দোকান "নংগী ড্রাগ হাউসের" প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা, স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মাতা ও অগণিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। (সি ১৫৫৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

আশুতোষ কলেজ

কলিকাতা-২৬

১ম বার্ষিক বি-এ এবং বি এস-সি (পাস ও অনার্স) ক্লাসে ভর্তি ৪-১০-৭১ তারিখ হইতে (কাজের দিনগুলিতে বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত) শুরু হইবে। (২৭০)

ভ্রম সংশোধন

গত মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে (আবাসিক ডিগ্রী কলেজ) ভর্তির জন্য পরীক্ষা সেপ্টেম্বর ২৩, ২৪ ও অক্টোবর ২-৭র স্থানে অক্টোবর ২, ৭ হইবে।

—অধ্যক্ষ
(৩২৫)

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন, কলি-৬

কলেজ অফিস পূজার ছুটির সময়ে ভর্তির জন্য খোলা থাকিবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসের সহিত যোগাযোগ করুন। (৩৬২)

উমা, শঙ্কর মিশন কলেজ

ডি আই পি রোড, কলিকাতা—৫৯

বি এ (দিবা) ছাত্র ও ছাত্রী বি কম, (সন্ধ্যা) ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। ছাত্রীদের জন্য পৃথক সময় ও ক্লাসের ব্যবস্থা। অফিস বন্ধ থাকিবে ইং ২৫-৯-৭১ হইতে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত। ৪টা হইতে প্রত্যহ খোলা থাকিবে। (সি ১৬৯৪)

বিশ্বনাথ মিশন কলেজ (গার্লস)

৯০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া—১

পি, ইউ (কলা ও বাণিজ্য), বি-এ (কলা) বিভাগে ভর্তি চলিতেছে। সত্বর যোগাযোগ করুন। হাওড়া স্টেশন হইতে ৫২, ৫৮, ৫২এ বাস রুট। (সি ১৫১০)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ল'

কলিকাতা
নোটিস

১৯৭১-৭২ সেসনে জুন টার্মে প্রথম বার্ষিক ক্লাসে ভর্তির জন্য দরখাস্ত ফরম ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ হইতে কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১টার মধ্যে ১৲ টাকা মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় সেলস কাউন্টারে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও নিম্নোক্ত অন্যান্য এজেন্ট—পুস্তক বিক্রেতাদের নিকটও পাওয়া যাইবে :

১। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
২। ব্যানার্জিস বুক সিন্ডিকেট, ৬৫, এস পি মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। ব্যানার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ব্রাদার্স, ৫৯, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ এবং ১১, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০
৪। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৫। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১/১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৬। চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কয়ার, কলি-১২
৭। দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোং লিঃ, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৮। মডার্ন বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১০, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২
৯। সান্যাল অ্যান্ড কোং, ১/১এ, কলেজ স্কয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১২
১০। সেন, রায় অ্যান্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১৫, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২
১১। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
১২। পুস্তক ভবন, ৯, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা (ত্রিপুরা)।

যথোপযুক্তভাবে পূরণ-করা এবং প্রত্যায়িত উক্ত ফরম ৬ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বা তৎপূর্বে কাজের দিন বেলা ১২-৩০টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১২টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস-এর ৪র্থ তলস্থিত কলেজ অফিসে পৌঁছা চাই। পরে, ভর্তির সময়ে, মূল মার্ক শীট (গ্র্যাজুয়েশন) দেখাইতে হইবে। যাঁহারা ইতিমধ্যেই দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পুনরায় দরখাস্ত করার প্রয়োজন নাই।

নিম্নোক্ত ভিত্তিতে প্রার্থী ভর্তি করা হইবে :

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনার্স গ্র্যাজুয়েট
২। এগ্রিগেটে (ত্রি-বার্ষিক কোর্সের গ্র্যাজুয়েটদিগের ক্ষেত্রে পার্ট ১ এবং পার্ট ২) প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশ গ্র্যাজুয়েট
৩। খেলাধুলাসহ পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যকলাপ

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এবং হাজরা রোডস্থিত নূতন বিল্ডিং-এ ক্লাস বসিবে। প্রার্থিগণ তাঁহাদের পছন্দের কথা উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ পছন্দ অনুযায়ী ভর্তির গ্যারান্টি দিতে পারেন না। ভর্তির বিষয়টি পুরোপুরি কলেজ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। সীটের সংখ্যা সীমিত।

ভর্তি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ, তৎসহ মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ১০ নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে কলেজের নোটিস-বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

পি মোদক
প্রিন্সিপ্যাল (অফিঃ) (৩২১)

কোম্পানী নোটিস

চ্যাম্পিয়ন-ম্যাকক্যান অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৫৫-বি ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০বি ধারা অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত

কোম্পানি নোটিস

শর্তাবলীতে ১-১০-১৯৭১ হইতে ৩০-৯-১৯৭৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর কালের জন্য কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ পি সান্যালের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে অনুমোদন লাভার্থ কোম্পানি উক্ত আইনের ২৬৯ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
এস এন ব্যানার্জি
ডিরেক্টর ও ভাইস-চেয়ারম্যান
তারিখ : ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (৩১৩এ)

নোটিস

দি ইন্ডিয়ান মেকানাইজেশন অ্যান্ড অ্যালায়েড প্রডাক্টস লিঃ

৬ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১
নোটিস

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বহি ১১ই অক্টোবর, ১৯৭১ হইতে ২০শে অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
এ কে বসু
সেক্রেটারি
(২৯৬)

টেন্ডার

নং ৪১(৩৯)/৭১—অ্যাডমিনিঃ ২
ভারত সরকার
মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন
(ডিপার্টমেন্ট অব রিহ্যাবিলিটেশন)
ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েট
তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
ক্যান্টিনের জন্য টেন্ডার

কলিকাতায় ডিপার্টমেন্ট অব রিহ্যাবিলিটেশনের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েটের অফিসার ও স্টাফদিগের জলযোগের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত একটি ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য প্রখ্যাত কেটারার ও প্রকৃত ডীলার দিগের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেন্ডার ৪ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেইদিন বিকাল ৪টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদিগের সমক্ষে খোলা হইবে। শর্তাদিসহ, টেন্ডার ফরম ২৫-এ শেক্সপীয়র সরণি, কলিকাতা-১৭ ঠিকানাস্থিত এই বিভাগের অ্যাডমিনিঃ ২ সেকশন হইতে ২৲ টাকা আদায় দিয়া সংগ্রহ করা যাইবে।

স্বাঃ কে বি লাল
ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারী
(৩২২)

"ক্যানালস ডিভিশন, কলিকাতা-১ অধীন চিৎপুরে একটি ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণের সহিত সম্পর্কিত টিউব হেডিং মেথডে ইনার স্লুইস নির্মাণ" কাজের জন্য এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যানালস ডিভিশন, ১১-এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক অনুরূপ কাজ হাতে লইবার জন্য প্ল্যান্ট ও মেশিনারিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৃত ও তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর সরকারী ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে (দলিলগত প্রমাণ দ্বারা যাথার্থ্য ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতে হইবে)। ব্যয় বরাদ্দ : ২৪,১৩,৯১০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ২০,০০০৲ টাকা। কাজ শেষ করার জন্য প্রদত্ত সময় : এক মরসুমে সাতটি কাজের মাস। প্রতি প্রস্থ টেন্ডার ফরমের মূল্য : ১০৲ টাকা। গ্রাহ্য করার কর্তৃপক্ষ : সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইস্টার্ন সার্কেল, ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। টেন্ডার ফরম ইস্যুর শেষ তারিখ : ৬ই অক্টোবর, ১৯৭১ (বিকাল ৪টা পর্যন্ত)। টেন্ডার ৮ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই দিনই বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

৩৭০১(২) আই পি আর/এ/৭১
(২৯২)

টেন্ডার

১৯৭১-৭২ সালে এগ্রিকালচার ডিপার্ট কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য বণ্টনের নিমিত্ত ২ হইতে ১০ অশ্বশক্তির ইলেকট্রিক্যাল মোটর চালিত ক্ষুদ্র আকারের সেণ্ট্রিফুগাল পাম্পিং প্ল্যান্ট সরবরাহের জন্য সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার (এগ্রিঃ-মেকাঃ), পশ্চিমবঙ্গ, ৪৯/২ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯ কর্তৃক প্রকৃত প্রস্তুতকারী ফার্ম বা তাহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এজেন্টদের নিকট হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে সাধারণ কাগজে সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণকে টোকেন বায়না হিসাবে ২৫০৲ টাকা উপরোক্ত সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন ট্রেজারিতে "রাজস্ব জমা" খাতে অবশ্যই জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সঙ্গে অবশ্যই গাঁথিয়া দিতে হইবে। বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন উপরোক্ত সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার (এগ্রিঃ-মেকাঃ)-এর অফিসে পাওয়া যাইবে। প্রতি প্রস্থ টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য : ৫৲ টাকা (অফেরতযোগ্য)। টেন্ডারের সঙ্গে হালসময়ের বিঃ কঃ ও আঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র অবশ্যই থাকা চাই, অন্যথায় টেন্ডার অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। টেন্ডার ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিনই ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে-কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

৩৭০২(৩)আইপিআর/এ/৭১
(২১৩)

কলিকাতা, হাওড়া ও উত্তরপাড়ার বিভিন্ন হোমসে সরিষার তেল এবং মেদিনীপুরের হোমসে শাক-সবজি সরবরাহের জন্য কণ্ট্রোলার অব ভ্যাগ্রান্সি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৬২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলিকাতা-১৪ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নামে নির্ধারিত ফরমে পুনরায় সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। সরবরাহের সময় হইবে ১ নভেম্বর ১৯৭১ হইতে ৩১ মার্চ ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের কণ্ট্রোলার অব ভ্যাগ্রান্সি-এর ইচ্ছানুযায়ী অনধিক একমাস বাড়ান যাইতে পারে। টেন্ডার ফরম, দ্রব্যের তফসিল, শর্তাবলী ইত্যাদি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে নগদ ১৲ টাকা মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের কণ্ট্রোলার অব ভ্যাগ্রান্সির অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ৬ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ২টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া সমস্ত টেন্ডার তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন বা একাধিক টেন্ডারদাতার মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। বিক্রয়কর এবং নির্দিষ্ট হোমস ও সেন্টারে ডেলিভারি দেওয়ার চার্জ ধরিয়া দর উল্লেখ করিতে হইবে এবং যে দর দেওয়া হইবে তাহা ৩১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেন্ডারদাতার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে।

৩৭১৪(২) আই পি আর/এ/৭১
(৩১৪)

এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কোচবিহার ইরিগেশন ডিভিসন, কোচবিহার বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, চেঙ্মারি হইতে কলাবাড়ি পর্যন্ত ডায়ানা নদীর বাম তীর রক্ষণের জন্য অয়ারমেন্টিং সরবরাহের নিমিত্ত টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১ বেলা ৩টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভে পূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

৩৭০০(২) আই পি আর/এ/৭১
(২৯৪)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

হাওড়ার হাইট ম্যানসনে ৭০'—০" স্টোরেজ উচ্চতায় ৫০,০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটির আর সি ও এইচ ট্যাঙ্কের ব্যবস্থার জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ৫৯,৬০০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ ১,১৯২৲ টাকা। জামীন জমা ২৯৮৲ টাকা। এই রেলওয়ের কলিকাতাস্থ চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ৫৲ টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ২০-১০-৭১ তারিখ হইতে ২৬-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত হাওড়াস্থ ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ২৭-১০-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

—ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/হাওড়া
জি ১০|২|পি আর ও|এইচ ডব্লিউ এইচ-২৭
(২৮৫)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

নোটিস

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে এই রেলওয়ের লামডিং-বদরপুর সেকশনে মুপা ও মইবাং স্টেশনের মধ্যবর্তী কালাচাঁদ স্টেশনটি কেবল প্যাসেঞ্জার, লগেজ ও পার্সেল ট্রাফিকের লোকাল ও থ্রু বুকিং-এর জন্য খোলা হইবে। নিম্নলিখিত প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি নিম্নে প্রদত্ত সময়-সূচী অনুযায়ী উক্ত স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য থামিবে :—

	২০২ আপ প্যাসেঞ্জার	২০৪ ডাঃ প্যাসেঞ্জার
কালাচাঁদ	ছাঃ ১৪-৫৬	ছাঃ ৯-২৯

চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
জি/৫/১০-৪ (৩১৮)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজের জন্য দুইপ্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা নিম্নলিখিত তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুইপ্রস্থে টেন্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "......জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের জন্য	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য	টেন্ডার খোলার তারিখ
পলতার স্লো স্যান্ড ফিল্টারের উন্নয়ন	২৭,০০ লক্ষ টাকা	এল এস ১৫,০০০৲ টাকা	দুইটি কপির প্রতি প্রস্থ ৫০৲ টাকা	১৪-১০-৭১

সেক্রেটারী
কলিকাতা কর্পোরেশন
২২-৯-৭১
(৩১০)

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বৃহস্পতিবার বাদুড়িয়া — বাদুড়িয়ার সাহায্যার্থে বেলা ১০টায় জ্যোতি সিনেমা হলে সাহায্য প্রদর্শনী : 'সীমাবদ্ধ'। মহাজাতি সংঘ—৭টায় রাজেন্দ্র দেব রোডে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন। প্রতিমা আবরণ উন্মোচন করবেন ডঃ রমা চৌধুরী। ভারত চেম্বার অব কমার্স (৮ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট)—৪টায় অর্ধ বার্ষিক সাধারণ সভা। রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পার্ক)—সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে শ্রীসুধাংশুমোহন ব্যানারজির বক্তৃতা। বিষয়—ভারতীয় চিন্তার শক্তিপুঞ্জ। উঃ হাওড়া তরুণ দল (সালকিয়া স্কুল রোড)—৭টায় সর্বজনীন মহাপূজার উদ্বোধন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ ...কর্মী পরিষদ—বনগাঁ বামনগর রোডে দুই বাংলার সমাজ কর্মীদের সম্মেলন, ৪টায়। ভারত আমেরিকা সমিতি—ইউসিস প্রেক্ষাগৃহে মৈত্রেয়ী ব্যানারজি, শ্যামল দত্ত রায় এবং অমিতাভ ব্যানারজির আঁকা ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন। চলবে ২৭ তারিখ পর্যন্ত ৩টা থেকে ৭টা। ম্যাক্সমুলার ভবন—আলোচনাচক্রের তৃতীয় দিনের বিষয়—শিল্পায়ন ও গণতন্ত্রীকরণ। মহাবোধি সোসাইটি—সাড়ে ৬টায় জাতক বিষয়ে আলোচনা। ছোটদের কাগজ—সাড়ে ৬টায় ১৩বি পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে তারাশঙ্কর স্মরণ সভা। কৃষ্টিকুঞ্জ (নেতাজীনগর)—৭টায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান। আহিরীটোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি—৬টায় শিশু উদ্যানে উৎসবের উদ্বোধন, আবরণ উন্মোচন—স্বামী পূর্ণানন্দ। বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালা—সেন্টার বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

বাণীকুমার ঘরে ফিরেছেন

স্টাফ রিপোর্টার

আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত এই লেখক গত মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ হন বলে সংবাদ বের হয়। মাঝরাত্রে নিউ আলিপুর থানা এলাকায় পুলিশ তাঁর সন্ধান পায় এবং সকালে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

বুধবারও তারকেশ্বর পর্যন্ত ট্রেন যায়নি

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবারও হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে সরাসরি ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। তার চুরির ফলে মঙ্গলবার থেকে এই অবস্থা। ওইদিন তার চুরির ফলে পাঁচটি পোস্ট ভেঙ্গে যায়। বুধবার আরও চারটি পোস্ট ভেঙ্গে পড়েছে। ট্রেন এখনও হরিপাল পর্যন্তই যাচ্ছে। সরাসরি ট্রেন বন্ধ হওয়ায় যাত্রীরা অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। তাঁরা দাবি করছেন, লাইন চালু না হওয়া পর্যন্ত স্টীম ইনজিন চালু করা হোক।

জয়ন্তী শিপিং-এর মূল দলিলপত্র দাখিলের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর—অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ফরিয়াদি পক্ষকে জয়ন্তী শিপিং করপোরেশন সংক্রান্ত মূল দলিলপত্রগুলি ছয়দিনের জন্য আদালতে নিয়ে আসতে এবং কোম্পানির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীধর্মতেজাকে সেই সব দলিল পরিদর্শন করতে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

গত সপ্তাহে শ্রীধর্মতেজা আদালতে যে আবেদন করেন, সেই অনুযায়ী এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুরুসদয় সংগ্রহশালার সাহায্যে আবেদন

সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যামিনী রায়, রমেশ মজুমদার মনোজ বসু, নীহাররঞ্জন রায়, চিন্তামণি কর, অশোককুমার সরকার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলা শংকর, রমা চৌধুরী প্রমুখ এক বিবৃতিতে বলেন : বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে লোকসংস্কৃতি অনুরাগী 'গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্প সংগ্রহ করেন। প্রায় ২ হাজার সংগ্রহ নিয়ে ডায়মন্ডহারবার রোডের ঠাকুরপুকুরের কাছে ব্রতচারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহশালা ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়। বেঙ্গল ব্রতচারী সমিতি তাঁদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে সংগ্রহশালাকে বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না। এই সংগ্রহশালাকে রক্ষার জন্য প্রত্যেক শিল্পানুরাগী ব্যক্তি ও জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে আবেদন জানানো হয়।

রেলওয়ে

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

১৯৭১ সালের ১৩নং টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য পৃথক পৃথক সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। আলিপুরদুয়ার অংশনে—(১) ১৬ ইউনিট টাইপ ২ (ডি এস) কোয়ার্টার্স এবং (২) ৪৮ ইউনিট টাইপ ৩ (ডি এস) কোয়ার্টার্স নির্মাণ—সমস্ত ডিপার্টমেন্টের জন্য। অনুমিত ব্যয় যথাক্রমে ১৪,৪৮,০০০৲ টাকা এবং ৮,৫৬,০০০৲ টাকা। টেন্ডার নিম্নবর্ণিত কর্তৃক ২৬-১০-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২টায় খোলা হইবে।

প্রতি প্রস্থ টেন্ডারের কাগজপত্র বাবদ ৫৲ টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিয়া ২৫-১০-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিস হইতে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বাহিরের ফার্মসমূহ উক্ত টাকা নিম্নবর্ণিতের নিকট মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে পারেন।

স্থায়ী আমানতকারিগণ বাদে যাহাদের টেন্ডারের সঙ্গে যথাযথ পদ্ধতিতে বায়নার টাকা থাকিবে না তাহাদের টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার (ওয়ার্কস)
মালিগাঁও, গৌহাটি-১১
(৩২৪)

নতুন জেপি

উত্তর কলকাতা একজন সমাজসেবী শ্রীনীলকান্ত মিত্র পশ্চিমবঙ্গের জে পি নিযুক্ত হয়েছেন।

মেয়েদের জন্য একটি নূতন ক্যারিয়ার

'আর্কিটেক্ট' বা 'ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন এঞ্জিনিয়ার' হইতে হইলে বিবরণের জন্য অবিলম্বে যোগাযোগ করুন :

"উইমেনস পলিটেকনিক"
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্পনসর্ড)
২১, কনভেন্ট রোড
কলিকাতা-১৪
টেলিফোন নং ২৪-৫৭৫৮
(২৬১)

অলওয়েভ ফিলিপস ট্রানজিস্টর ফিলোটিনা

মাত্র ১৫৫৲
(বিক্রয়কর অতিরিক্ত)
সীমিত স্টক, শীঘ্র আসুন!

রেডিও ডিস্ট্রিবিউটরস
নিউ মার্কেট ঘড়ি ঘরের সম্মুখে
১১/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

২৫তম খেলা
জে অ্যান্ড কে স্টেট লটারিজ
২২-৯-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
৪র্থ বিকল্প খেলা

১ম পুরস্কার ১৫,০০০৲ টাকা A-333379
২য় পুরস্কার ২,০০০৲ টাকা B-302737
৩য় পুরস্কার ১,০০০৲ টাকা C-327327

৫টি সান্ত্বনা পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা
C503857 B-345654 B-585184
B-629025 B-423427

চূড়ান্ত খেলার তারিখ : ১২-১০-৭১
১ম পুরস্কার ৩,০০,০০০৲ টাকা

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দায়ী নই।

জে এল কাশ্যপ,
ডিরেক্টর,
জে অ্যান্ড কে স্টেট লটারিজ
শ্রীনগর

ADARTS/J AND K/96/71.

এখনই তো কেনবার সময়

পুজোয় বিশেষ রিবেট পাবেন—

পূজো প্রেলো

পাখা ট্রানজিস্টার রেফ্রিজারেটর রেকর্ড প্লেয়ার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং
১৩/১ বি এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৩-২৩৩৭, ৩৩-৩২৫৩

—SALE—

শাড়ী ও পোষাকের

নতুন নতুন FRESH স্টক

আজই খোলা হ'ল !

দাম ৩০% ৪০% কম

—বিশেষ আকর্ষণ—

- টেরিলিন, টেরিকটন, নাইলন ও PLAY BOY-এর ছোটদের শার্ট, বুশশার্ট ও প্যান্ট-এর প্রচুর FRESH স্টক আজই SALE-এ দেওয়া হ'ল।
- ভেঙ্কটগিরি কটন শাড়ী—২০৲, ২২৲, ২৫৲ (পূর্বমূল্য ৩৫৲, ৪০৲, ৪৫৲)
- ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর-এর হালফ্যাশানের পিওর সিল্ক শাড়ী ও ভেঙ্কটগিরি, কোয়েম্বাটুর সুতী শাড়ীর FRESH স্টক আজই SALE-এ দেওয়া হ'ল।

হরলালকা

* ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট
* ২২৪, হ্যারিসন রোড
* ২, চৌরঙ্গী রোড

পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ

বিরাট খেলা (প্রথম পুরস্কার : ২১,০০,০০০ টাকা)
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল : ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
(১৮ই সেপ্টেম্বর, '৭১ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য)

একটি প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা টিকিট নং D-062090
দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০ টাকা টিকিট নং
(1) I-350956 (2) A-017965

চল্লিশটি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০ টাকা

B-418033	C-001663	C-928490	C-695989	E-501656	A-307620	A-383670
D-455632	D-153380	G-038745	D-240738	D-761970	G-406144	A-800724
G-990683	E-277434	B-986205	E-309212	G-629116	G-108395	C-834544
C-757028	I-194712	D-745749	I-014497	E-027277	D-069471	B-480437
E-393557	G-672127	F-569037	E-482666	A-743073	A-188797	D-344288
[illegible]92	B-824729	D-099621	H-128623	A-153281		

বিঃ দ্রঃ—নম্বর ভুল মুদ্রণের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর পাঞ্জাব স্টেট লটারীজ, চণ্ডীগড়।

নূতন শিল্প স্থাপনের কথা ভাবছেন?

আগামী এক বছরের মধ্যে পশ্চিম বাঙ্গলায় উপযুক্ত শিল্পোদ্যোগীদের দ্বারা ২০০০টি নূতন শিল্প গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন। আপনি যদি এই কর্মসূচীতে অংশ নিতে চান এবং আপনি যদি কলকাতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আপনার নিজস্ব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটের মালিক হতে চান, তা'হলে যথানির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ২৩-৬২৭১-এর এক্সটেনশন ১৬১ ডায়ালে ফোন করতে পারেন অথবা শ্রী পি কে মুখার্জী, ওয়ার্কস ম্যানেজার, এ জোন, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (১৩শ তল) রুম নং ১, কলকাতা-১-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

অমৃতাঞ্জন
চটপট যন্ত্রণা কমায়!

মাথাধরা, ফিক্ ব্যথা, সর্দিকাশি, কি পেশীর যন্ত্রণায় অমৃতাঞ্জন লাগান—সঙ্গে সঙ্গে আরাম। ৭৫ বছরের ওপর ঘরে ঘরে নির্দ্বিধায় সবাই ব্যবহার করছেন। এক শিশি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। 'জার' ও কমদামী ছোট্ট কৌটোতেও পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন : সর্দিকাশি ও ব্যথা-বেদনা উপশমে দশ ওষুধের এক ওষুধ।

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড AM 1981

আকর্ষক—মজবুত—বিশ্বাসযোগ্য

সাগর সেলাই মেশিন
নির্মাতা—পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৩, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৭ : ফোন—৩৪-৩৭৬৩
ব্রাঞ্চ :—দিল্লী, গোহাটি, রাচী এবং মাদ্রাজ
আকর্ষণীয় সর্তে ডীলার হউন :
পূজা ও দীপাবলী উপলক্ষে প্রত্যেক মেসিনের সাথে একটি কাঁচি অথবা একটি সুন্দর ব্যাগ উপহার দেওয়া হইতেছে।

ও ও বি নীল জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবটুকুই পুরোপুরি মিশে যায়। সাদা কাপড়চোপড় একেবারে নিখুঁত ধবধবে হয়ে ওঠে। সবচেয়ে কম খরচে আপনার শার্ট, শাড়ি ও চাদর ঝলমলে সাদা ক'রে তুলতে হলে এই নীলই চাই। এতে নীলের দাগ হবে না বা ছলদে ছোপ পড়বে না।

ও ও বি নীল তৈরী হয় পশ্চিম জার্মাণীর সহযোগিতায় ভারতের সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম আলট্রামেরিন ফ্যাক্টরিতে।

তৈরী করেন :
আলট্রামেরিন অ্যাণ্ড পিগমেণ্টস লিমিটেড
অম্বাত্তুর, মাদ্রাজ-৫৩

UPL 6546

একমাত্র সেলিং এজেন্ট : মেসার্স কেরভাইজ ট্রেডিং কোং
৩৮ কাওয়াসজী প্যাটেল স্ট্রীট
ফোর্ট, বম্বে—১

ডিস্ট্রিবিউটর : মেসার্স প্যারি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
৩২ চৌরঙ্গী
কলিকাতা-১৬

বেতার বার্তা

বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপটেমবর

১ম অধিঃ— (৪৪৭·৮ মীঃ) ৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ ; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত : সাজ্জাদ হোসেন ও সহ-শিল্পিবৃন্দ—সানাই, সোম তেওয়ারী—খেয়াল; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ বলাই-কুমার ঘোষ—গীটার, ইং সংবাদ; ৭-৪ বলাইকুমার ঘোষ—গীটার; ৭-১০ আবহ-বার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৭-১৫ বাঁশরী লাহিড়ী—আগমনী, বাং সংবাদ; ৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪০ শৈলেন মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা কল্যাণী মজুমদার—লোকগীতি; ৮-১৫ দ্বিজেন মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ নজরুল-গীতি; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ হরেন চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অবকাশরঞ্জন; ১০-৫ রেবা মুখোঃ—সেতার; ১০-৩০ খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১টা এন রাজম—বেহালা, সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—কুমার গন্ধর্ব, অর রাজন এবং বীণা মেহতা ও সহশিল্পিবৃন্দ; ১-৫০ বলাই-কুমার ঘোষ—গীটার; ২টা আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা; ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (নবম শ্রেণী) ২-৫০ বলাইকুমার ঘোষ—গীটার; ৩টা অঞ্জলি ঘোষদস্তিদার—আধুনিক; ৩-১৫ ছবি ঘটক—শ্যামা-সংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, দেবশংকর ত্রিবেদী—আলাপ ও ধ্রুপদ; ৫-৩০ ছবি ঘটক—রামপ্রসাদী; ৫-৪৫ অঞ্জলি ঘোষদস্তিদার—আধুনিক; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শিবানী দত্ত—লোকগীতি; ৬-৪০ মিলেছি আজ মায়ের ডাকে : রূপক : রচনা—নির্মল বসু; ৬-৫০ বলাইকুমার ঘোষ—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, সং; ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৫০ দিলীপকুমার চক্রঃ—আধুনিক; ৮টা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা; ৮-৩০ হরেন চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৪৫ শৈলেন মুখোঃ—আধুনিক; ৯টা খেয়াল; ৯-৩০ রম্য-গীতি; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ বাঁশরী লাহিড়ী—আগমনী; ১০-৩০ দ্বিজেন মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ কল্যাণী মজুমদার—পদাবলী কীর্তন; ১১টা আবহ-বার্তা ও সমাপ্তি।

খ : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ— ৯টা হিন্দী শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা হাইলাইটস অব ওয়েসটারন মিউজিক; ১-৪ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি : পপ সংগীত, সং; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৮টা রামকমল চট্টোঃ—আগমনী; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং, দিল্লি থেকে); ৮-২৫ রবিশংকর—সেতার; ৮-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : (২২৭·৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান : (৫০৮·৫ মীঃ) ১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : দেশগান; ৫-৪৫ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোঃ—লোকগীতি, সং; ৬-৫ অঞ্জলি দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাং সংবাদ; ৬-৩০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-২০ বাং সংবাদ; ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাং কথিকা; ৮-৪৫ আধুনিক; ৯টা কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—(২৬৫.৫ মীঃ) ৫টা হিন্দী সংবাদ; ৫-৫ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ অঞ্জলি দাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-৩০ দিলীপকুমার চক্রঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ শিবানী দত্ত—লোকগীতি; ৬টা বিশেষ ঘোষণা; ৬-৫ বলাইকুমার ঘোষ—গীটার; ৬-১০ দেবশংকর ত্রিবেদী—আলাপ ও ধ্রুপদ; ৬-৩০ রেবা মুখোঃ—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা হিন্দী সংবাদ; ৭-৫ রামকমল চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ ভূপেন হাজরিকা—আধুনিক; ৭-৪৫ ফ্লোরা আহমেদ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৫ দেশগান; ৮-১৫ ইন্দুবালা—নজরুল-গীতি; ৮৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ৮-৪৫ বাং কথিকা, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান; ৯২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ বাং কথিকা; ৯-৪০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা, সং; ১০-১৫ সুরেন চক্রঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ১০-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি।

যুববাণী : (৩০০ মীঃ) ১ম অধিঃ—৭টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : জগবন্ধু মোদক—রবীন্দ্র-সংগীত; ৭-৫ দিনের আলোয় : সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা থেকে পাঠ—সংঘমিত্রা নিয়োগী; ৭-১০ রাগরঙ : গৌরী রায়—সেতার, তবলায়—অশোককুমার মজুমদার; ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : রূপা চট্টোঃ—গীটার (রবীন্দ্রসংগীতের সুরে); ৭-৪০ নানারঙের গান : বাসন্তী পাল—অতুল-প্রসাদের গান, প্রণতি মুখোঃ—আধুনিক ও শ্যামাসংগীত এবং ভক্তদাস—লোক-গীতি; ৮টা এই সত্তরের দশকে; ৮-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : রূপা চট্টোঃ—গীটার (নজরুলগীতির সুরে); ৮-১০ গীতাঞ্জলি : কৃষ্ণা চক্রঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : গৌরী রায়—সেতার; ৮-২৫ দিগন্তের গান : বাদলকুমার গঙ্গোঃ—আধুনিক; ৮-৩৫ সংবাদ : (বাং সংবাদ); ৮-৪০ সুরকল্লোল : রূপা চট্টোঃ—গীটার (লঘুসুরে) ৮-৪৫ সিনেমার গান; ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী; ৫-৫ মেঠোসুর : ভক্ত দাস—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : মধুসূদন থেকে আবৃত্তি—পল্লব চট্টোঃ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : রূপা চট্টোঃ—গীটার সং; ৫-৩৫ দেউল : কৃষ্ণা চক্রঃ—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : রূপা চট্টোঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : জগবন্ধু মোদক—রবীন্দ্রসংগীত, সং; ৬-৫ ইউ অস্কড ফর ইট : পপ রিকোয়েস্ট : সংযোজনা—'ওয়াই সি'; ৬-৩০ ট্রাভেলগ : ইংরেজী কথিকা—দিলীপ ক্ষত্রিয়; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : বাসন্তী পাল—অতুল-প্রসাদের গান এবং বাদলকুমার গঙ্গোঃ—"" : জগবন্ধু মোদক—রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ : গৌরী রায়—সেতার, তবলায়— অশোককুমার মজুমদার; ৭-১৫ আলোচনা চক্র : বাংলায় আলোচনা; ৭-৩০ গানের বৈঠক বাসন্তী পাল—অতুলপ্রসাদের গান, বাদল-কুমার গঙ্গো—নজরুলগীতি, প্রতিমা মুখো—আধুনিক ও শ্যামাসংগীত এবং ভক্ত দাস—লোকগীতি।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
বৃহস্পতিবার	১-৫১	২-১	৮-১৭	৮-১২

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩৪১
ইং ২৩-৯-৩৪]

ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর
ত্রিবান্দ্রমে কথাকালী নৃত্য দর্শনার্থ গমন

কোট্টায়াম। ২২শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর কথাকালী নৃত্যদর্শন জন্য শীঘ্রই ত্রিবান্দ্রমে আসিয়া পৌঁছিবেন। কোট্টায়ামে গমন করিয়া তিনি স্থানীয় ওয়াই এম সি এর হলে কথাকালী অভিনয় দেখাইবেন।
—ইউ পি

*

তমলুক পরিত্যাগ নিষিদ্ধ
বিপ্লব দমন আইনের আদেশ

তমলুক, ২১শে সেপ্টেম্বর—তমলুকের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসের পুত্র শ্রীভূষণচন্দ্র দাসের উপর বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি না লইয়া তিনি তমলুক মিউনি-সিপ্যালিটির এলাকা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; অধিকন্তু তাঁহাকে প্রতি সোমবার থানায় হাজিরা দিতে হইবে।
—ইউনাইটেড প্রেস

উৎসবে ও নিত্য ব্যবহারে অদ্বিতীয়!
গোলাপ জল ও কেওড়া জল
শিবদুর্গা মার্কা
ক্ষেত্রী এণ্ড কোম্পানী
কলিকাতা-৬
ফোন ৫৫-২০৭১
(৩৭৭৫)

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্থী (অহোরাত্র)

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—
বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন, ১৩৭৮ (১ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৩ সেপটেমবর, ১৯৭১, ২ সাবান। চতুর্থী অহোরাত্র। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৮।১২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৮।৫৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৯।৪১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ দক্ষিণে নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—
বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন, ১৩৭৮ (১ আশ্বিন, ১৮৯৩ শক), ২৩ সেপটেমবর, ১৯৭১, ২ সাবান। চতুর্থী রাত্রি ঘঃ ২।৩৮।৪০ সেঃ পর্যন্ত। স্বাতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৬।২১।৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৮ মিঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩০।৪০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ দক্ষিণে নাস্তি। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র আশ্বিন (শুক্লপক্ষ)।

আজ উত্তরবঙ্গে অফিসারদের সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠক

স্টাফ রিপোরটার

আজ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস উত্তরবঙ্গের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এদিন সকালে রাজ্যপাল শিলিগুড়ি যাচ্ছেন।

মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচ-বিহার, দারজিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার ও ডি আই জিও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

আজও বৃষ্টি হতে পারে

আজ বজ্র-বিদ্যুৎ সহ দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে।

বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩·৪ ডিগরি সেনটিগ্রেড (স্বাভাবিকের ১ ডিঃ সেঃ উপরে) সর্বনিম্ন ২৬·১ ডিঃ সেঃ (স্বাভাবিকের ১ ডিঃ সেঃ উপরে)।

এদিন আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯৪ ভাগ, সর্বনিম্ন ৫৫ ভাগ।

আপনি কি উচ্চাভিলাষী?
তাহলে ব্যবহার করুন
ডীলাক্স
ক্যামেল ইঙ্ক

হকিন্সে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রান্না হয়—সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে এবং সবচেয়ে নিরাপদে।

হকিন্সে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রান্না হয় কেননা ওতে বাষ্পের চাপের জন্য জায়গা আছে বেশী।
অন্যান্য অধিকাংশ প্রেসার কুকারে সেপারেটর সম্পূর্ণভাবে পাত্রের সঙ্গে এঁটে যায় এবং তাতে বাষ্পের চলাচলের জন্য অতি অল্পই জায়গা থাকে। হকিন্সে সেপারেটরে যথেষ্ট জায়গা থাকে আরও ভালভাবে বাষ্প চলাচলের জন্য এবং তাতে আপনার খাবার আরও তাড়াতাড়ি ও আরও সমানভাবে রান্না হয়।

হকিন্স সহজেই ব্যবহার করা যায়। আপনি এতে রান্না করতে পারেন যা কিছুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে—কয়লা, কাঠ, কেরোসিন, গ্যাস বা ইলেকট্রিসিটি। প্রত্যেক কুকারের সঙ্গে যে প্রেসার কুকারির বই দেওয়া হয় তাতে পুরো নির্দেশ দেওয়া থাকে। প্রত্যেক হকিন্স প্রেসার কুকারের জন্য ৫ বছরের লিখিত গ্যারান্টী দেওয়া হয়।
অথরাইজড সার্ভিস সেন্টারগুলি সারা ভারতময় হকিন্সের আসল স্পেয়ার পার্টস্ জোগায় ও বিনামূল্যে তদারকি করে।
পাঁচ রকমের সাইজ ৪, ৫, ৬.৭৫, ৮ এবং ১২ লিটার। আপনার পরিবারের উপযোগী কুকারটি বেছে নিন।

"টুইঙ্ক" ইডলি স্ট্যাণ্ড
বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এমনভাবে যাতে আপনি হকিন্স প্রেসার কুকারে ৬ মিনিটের মধ্যে ১৮টি পর্যন্ত গরমাগরম ও নরম ইডলি তৈরী করতে পারেন। আপনার হকিন্স ডীলারের কাছ থেকে জেনে নিন।

হকিন্স সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ দেয় কেননা ওর সেফ্‌টি ভালভ ও রবারের রিং অনেক বেশীদিন টেঁকে।
অন্যান্য অধিকাংশ প্রেসার কুকারেই রবারের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ থাকে। রবার নরম হয়ে যায়, ক্ষ'য়ে যায়, চাপ বেরিয়ে যেতে থাকে, ঘন-ঘন বদলাবার দরকার হয়। সেই কারণেই হকিন্সের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ এক বিশেষ নমনীয় ধাতু মিশ্রণে তৈরী, যাতে দীর্ঘকাল নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ দিতে পারে।

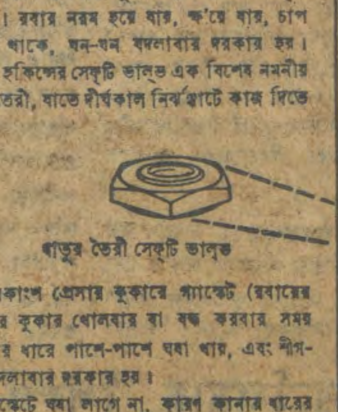

অন্যান্য অধিকাংশ প্রেসার কুকারে গ্যাস্কেট (রবারের রিং) প্রতিবার কুকার খোলবার বা বন্ধ করবার সময় পাত্রের কানার ধারে পাশে-পাশে ঘষা খায়, এবং শীগ-গিরই ওটা বদলাবার দরকার হয়।
হকিন্সের গ্যাস্কেটে ঘষা লাগে না, কারণ কানার ধারের তলা থেকে ঢাকনা বন্ধ হয়, বিনা ঘষায়। তাই গ্যাস্কেট অনেক বেশীদিন টেঁকে।

হকিন্স সবচেয়ে নিরাপদ কেননা ওর ডিজাইনই এমন যাতে দুর্ঘটনার কোন ভয় থাকে না।
অন্যান্য অধিকাংশ প্রেসার কুকারে, ভেতরে চাপ থাকতে ঢাকনা খুলে ফেললে ঢাকনা ছিটকে যাবার ভয় থাকে। হকিন্সে ঢাকনা এমনইভাবে ডিজাইন-করা যে জোর করেও খোলা যায় না, যতক্ষণ না চাপ সম্পূর্ণ নিরাপদ মাত্রায় নেমে আসে।

অন্যান্য অধিকাংশ প্রেসার কুকারে যে খোলা অবস্থায় সেফ্‌টি ভাল্‌ভ দেখতে পান, তাতে বাড়তি চাপের সময় তা উত্তপ্ত বাষ্প ও খাদ্য সোজা ওপরের দিকে ছিটিয়ে দিতে পারে। হকিন্সে, আরও বেশী নিরাপত্তার জন্য সেফ্‌টি ভাল্‌ভ থাকে হ্যাণ্ডেলের তলায়।

Hawkins UNIVERSAL
হকিন্স ইউনিভারসাল-এর প্রস্তুতকারক
প্রেসার কুকারস্ এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাঃ লিঃ
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া বিল্ডিং, ফিরোজশা মেহতা রোড বোম্বাই-১
এল. জি. হকিন্স এণ্ড কোং লিঃ, ইউ. কে.-র লাইসেন্সের অধীনে তৈরী।

সব রকমের প্রেসার কুকারের মধ্যে একমাত্র হকিন্সই পেটেণ্ট দ্বারা সুরক্ষিত।

মায়েরা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন এখনই!

বর্ষাকালে চারদিকেই অসুখবিসুখ হচ্ছে। শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় বলে বাড়ীতে অসুখবিসুখ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
মায়েরা! পরিবারের জন্যে এখন আপনাকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে, যাতে সকলেই সুস্থ-সবল থাকেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দরকার
* খাওয়ার জল ফুটিয়ে নেবেন * ফল, তরিতরকারী ভালো ক'রে ধুয়ে নেবেন * বৃষ্টিতে ভিজে গেলে, তক্ষুনি শুকনো জামাকাপড় পরতে দিন। * পরিবারের সকলে টিকে নিয়ে নিন। * জ্বর বা পেটের গোলমাল দেখা দিলেই ডাক্তার দেখান * নজর রাখবেন, পরিবারের সকলেই যাতে রোজ স্বাস্থ্যপ্রদ সুষম খাবার পান।

'হরলিক্‌স' মস্ত সহায়
আপনার পরিবারের সকলেরই দরকার 'হরলিক্‌স'-এর পুষ্টিগুণ। 'হরলিক্‌স' রোজ শরীরে শক্তি গড়ে তোলে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দেয়। হরলিক্‌স-এ আছে মাখন না তোলা খাঁটি দুধের প্রোটিন আর সুপক্ব গমের সারাংশ। আর এসব স্বাস্থ্যদায়ী প্রাকৃতিক উপাদানে 'হরলিক্‌স' এমনভাবে তৈরী যে সহজেই হজম হয়।

আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা 'হরলিক্‌স' খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

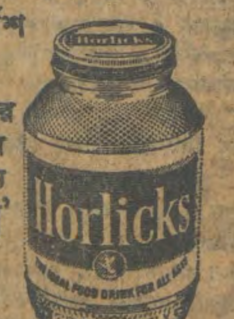

আপনার আর পরিবারের সকলের সুস্থসবল থাকার জন্যে রোজ দরকার 'হরলিক্‌স'

'হরলিক্‌স'—পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্‌স'-একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন, ১৩৭৮

দিনের বাণী

প্রেম হল মূল স্বর, আনন্দ হল সংলাপ, শান্তি হল সুর—জ্ঞান হল গায়ক আর অনন্ত বিশ্ব হল রচয়িতা ও শ্রোতা। আমরা জানি শুধু মুখবন্ধের বিস্বর—সে বিস্বর তত প্রচণ্ড হয়ে থাকে, আগামী সংগীত যত সুমহান হবে। —শ্রীঅরবিন্দ

পশ্চিম-বাংলার ভাগ্য

পশ্চিম-বাংলার পুরানো অভিযোগ—এই রাজ্য অবহেলিত। দিল্লির দরবারে আর সব রাজ্যের বড়ই আদর, অনাদৃত এই হতভাগ্য বাংলা। অনাদরের ইতিবৃত্ত বিধৃত বহুব্যবহৃত দুইটি শব্দে,—"বিমাতৃসুলভ আ চ র ণ"। কেন্দ্রীয় আচরণ যে সর্বক্ষেত্রে সমদর্শী, সাম্যবাদী এমন কথা অবশ্যই বলা যায় না। পক্ষপাতিত্বের সব অভিযোগ নাকচ করা শক্ত. কাহারও কাহারও শ্রীমন্ত অঙ্গে নেকনজরের স্পর্শ সুস্পষ্ট। অবিচারের ঘটনা অবশ্যই রহিয়াছে। রহিয়াছে ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু বিনিয়োগের অঙ্কে, নূতন লাইসেন্স-বিতরণের ভঙ্গীতে, কাঁ চা মা ল স্বরবরাহের কাহিনীতে। অন্যত্র যে হাত উদার, এই রাজ্যের বেলায় সে হাতটিই চরম কঞ্জুস যেন, মুষ্টিভিক্ষার বেশী কিছু গলিতে চাহে না। দীয়তাং দীয়তাং বলিয়া যে-সুর অধুনা শোনা যাইতেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেটা বহুলাংশে সাম্প্রতিক ব্যাপার। সকলে জানিয়াছেন ক্রমাগত অবহেলায় পশ্চিম-বাংলা যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে অচিরে কোনও সঞ্জীবনী সুধার বিধান না দিলে রাজ্যের মৃত্যু অনিবার্য। আর পশ্চিম-বাংলা যদি এভাবে মরে, তবে অন্যদেরও সহমরণে যাইতে হইতে পারে!

কেন্দ্রীয় হৃদয়ে এই বোধ কে ...

... নাই। ক্রমে ফলেন পরিচয় মিলিবে। মায়াবাদী এই দেশে না চাখিলে কিছুই বিশ্বাস নাই।

কিন্তু চাখিবে কে, আর কেমন করিয়াই বা? যে বিমাতার সন্তানটির কথা আগে বলিয়াছি, সে ছিঁচকাদুনে হিসাবে যত প্রসিদ্ধ, অন্য ব্যাপারে কিন্তু সমান উদাসীন। কিংবা অক্ষম। দোষ কি শুধু কেন্দ্রের?—এই আত্ম-জিজ্ঞাসারও বোধ হয় প্রয়োজন আছে। আর সকলে যদি দিল্লির মুঠি আলগা করিয়া থাকিতে পারে, বাংলা তবে পারে নাই কেন? একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিলেই দেখা যাইবে—এই ব্যর্থতার পিছনে কিছু অন্য কারণও আছে। প্রথম কারণ, বাংলার রাজনৈতিক চরিত্র। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের এই আমলা-তন্ত্র। রাজনীতি যখন বিশুদ্ধ তত্ত্ব, কিংবা নিছক আদর্শগত, দিল্লিস্থ বঙ্গীয় রাজনীতিকেরা তখন নিমেষে বাজার মাত করেন, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ভারতময় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু রাজনীতি যখন নিজেদের রাজ্যের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের প্রশ্ন—তখন এক আশ্চর্য ঔদাসীন্য তাঁহাদের পাইয়া বসে। কে কবে টিউব রেল আর রেশনের চালে কাঁকরের পরিমাণ লইয়া টেবিল ভাঙিয়াছেন সে ফিরিস্তি শোনাইয়া লাভ নাই। সত্য এই, বাংলার আর্থিক প্রকল্প, কিংবা উন্নয়ন- ...

... আসিয়া বিরস বদনে বলেন—দৌত্য ব্যর্থ। কেন্দ্র এই রাজ্যের যোজনা ছাঁটিয়া দিয়াছে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ফারাক বিরাট। সুতরাং, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নৈরাশ্যের এই দূতেদের মুখে একমাত্র কৈফিয়ৎ—ভাঁড়ে মা-ভবানী, টাকা নাই। অথচ বার বার দেখা গিয়াছে—টাকা যখন থাকে, তখন ইঁহারা সে টাকা খরচ করিতে অসমর্থ। কবে মঞ্জুর হইয়াছিল, খরচে কী কী অসুবিধা ছিল—সে সম্পর্কে অবশ্য সব দপ্তরই কাঁদুনি গাহিতে ওস্তাদ। কিন্তু একাধিকবার প্রমাণ মিলিয়াছে—উদ্যমের অভাবের কাহিনীও সত্য। কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ. পি. শিন্ধে খাস কলিকাতায় বসিয়াই আমাদের আমলাবর্গের সে-যোগ্যতার কাহিনী শুনাইয়া গেলেন। কৃষি-উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হইয়াছিল দুই কোটি টাকা, রাজ্যের কৃষি-দপ্তর তাহার মধ্যে খরচ করিতে পারিয়াছেন মাত্র চৌদ্দ হাজার টাকা। ত্রুটি—প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক। শ্লো গা ন -স র্ব স্ব রাজনীতির রাজ্যে আমলাদের প্রবণতাও যেন শ্লোগানের দিকে। তাঁহারা কথায় বাজার মাৎ করিতে চাহেন! কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় বিস্তারিত পরিকল্পনা নাই, প্রকল্পকে বাস্তব চেহারা দেওয়ার জন্য অপরিহার্য নির্ভরযোগ্য সংগঠন নাই। ফলে ...

মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় শিল্প-সমীক্ষা

চমৎকার সমদর্শিতা

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত (২)

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযুক্ত নয়, এমন কথাও কোনো কোনো মহলে শুনেছি। এ মহল তাঁদের বক্তব্যের পেছনে যে যুক্তি দিতে চান, তা মোটামুটি এরকম : এক এ গানটি দীর্ঘ; দুই এ গানটির সুর চটকদার নয় (অর্থাৎ মার্চের সুরের মতো চটুল নয়); তিন এ গান সকলের পক্ষে গাওয়া সম্ভব নয় (সুরের জটিলতা ও ওঠা-নামার জন্যে)। আর একটি যুক্তি কাউকে মুখ ফুটে বলতে শুনিনি, কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে তাঁদের বক্তব্য অনুমান করেছি।—এ গান ইসলামি সংস্কৃতির পুরোপুরি অনুকূল নয়।

...

আয়েশি-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করার মানে হয় না। পাকিস্তান পেয়ে আমরা তো সকলেই বেশ গুছিয়ে বসেছিলুম। আমার পূর্বপুরুষরা যা-ই থাকুন না কেন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা যে রকমেরই হোক না কেন, পশ্চিমারা যতোই আধিপত্য খাটাক না কেন—আমি তো ...

... বঙ্গভঙ্গের কালে। তখন সাম্প্রদায়িক নেতারাও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যে রীতিমতো ভাবিত হয়েছিলেন। সেই নেতাদের অনেকেরই লক্ষ্য ও আচরণের অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে কঠিন ভর্ৎসনা করেছেন। আপনি তিনি সাম্প্রদায়িক হবেন কী করে! প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় ...

হাসান মুর্শিদ

মাও সুস্থ, তবু জল্পনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলাসকা সফর শেষ করেই তিনি চীনে যাবেন।)

গতকাল ফরাসী বেতারের খবরে অনুমান করা হয়েছে : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চীনের ৭৭ বছর বয়সের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং মারা গিয়েছেন বা গুরুতর অসুস্থ। ফ্রান্সের সরকার পরিচালিত টেলিভিশনেরও প্রধান খবর : মাও সে-তুং হয়তো মৃত।

মারকিন চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল ক'দিন আগে পিকিং গিয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলে ডাঃ হোয়াইট ছাড়া আর একজন প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ফরাসী ডাক্তারদের এক প্রতিনিধি দলও সম্প্রতি চীনে গিয়েছিলেন। চীনে থাকার সময় এইসব বিশিষ্ট ডাক্তার কি গোপনে মাও সে-তুং-এর চিকিৎসা করেন? ফরাসী বেতারে বলা হয়েছে, মাও সে-তুং-এর জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনেই আমেরিকার দুই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বিমানে পিকিং যান। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি মারকিন চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের সদস্য বলে ওই দুই চিকিৎসকের পরিচয় দেন।

প্যারিসের বহুল প্রচারিত সান্ধ্য দৈনিক 'ফ্রানস-সয়র'-এর প্রধান খবরও তাই ছিল। খবরের শিরোনামা ছিল : 'পিকিং-এর রহস্য'। অসট্রেলিয়ার কাগজগুলিরও প্রথম পাতায় মাও-এর সম্ভাব্য মৃত্যুর খবর ছিল। সিডনি মরনিং হেরালড-এও ওই খবর থাকে।

সারা বিশ্ব মনোযোগের সঙ্গে পিকিং বেতারের খবর শুনছে, কিন্তু এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছুর আভাস মেলেনি।

অর্থনৈতিক কারণে কুচকাওয়াজ বাতিল

লনডন, ২২ সেপটেম্বর—চীন সরকার আজ ঘোষণা করেছেন যে, অর্থনৈতিক কারণে আগামী ১ অকটোবর জাতীয় দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র অফিস থেকে ... পেয়েছেন। তাতে জাতীয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও উৎসব বাতিল করার কারণ জানানো হয়েছে। তবে কুচ-কাওয়াজ ও বাজি পোড়ানো বন্ধ রাখা হলেও মে দিবসের মত পারকে পারকে নাচ-গানের আসর বসবে। —এ পি

অভাবের জ্বালায় নিজের দুই কন্যা খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ফরাক্কা, ২১ সেপটেম্বর—এক মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, এই থানার যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রাম থেকে। অভিযোগ, ঐ গ্রামের মধ্যবয়সী সুরেন বসাক চার-দিন সপরিবারে অনাহারে থাকার পর মেয়েদের ক্রন্দন কান্না সহ্য করতে না পেরে গত ১৫ সেপটেম্বর রাত্রে সাত এবং এগার বছরের দুই মেয়েকে ধারাল হাঁসুয়ার সাহায্যে কেটে ফেলে স্ত্রীকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তার মাথায় হাঁসুয়া চালায়। স্ত্রীর মাথায়, বুকের পাশে এবং হাতে আঘাত লেগে কেটে যায়। চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামবাসিগণ ছুটে আসে এবং এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। আহত স্ত্রী হাসপাতালে। সুরেন এই হত্যার পর বাড়ি থেকে পালায়নি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।

যৎকিঞ্চিৎ

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলকারখানা সরানো চলবে না

১ম পৃষ্ঠার পর

ভারতীয় উৎপাদক সমিতি আয়োজিত ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে এক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং লগ্নীর উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে আবেদন জানান। কারণ শিল্পে শান্তি এবং স্থানীয় উদ্যোগে শিল্পসংস্থাপনই পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। হিংসা ও খুনোখুনির রাজনীতি বন্ধের আবেদনও তিনি জানান।

শ্রীচৌধুরী এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন সহ বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তিনি রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে উৎপাদনের পরিবেশ তোলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে যে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন একথা যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন।

তিনি বলেন, যাদবপুর অবস্থান- ...

বেহালায় পুলিশ অফিসার খুন

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার সকালে ২৪ পরগণার বেহালা এলাকায় কলকাতা পুলিশের একজন ইনসপেক্টর আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

এদিন সকাল আন্দাজ সোওয়া দশটায় ঠাকুরপুকুর (বেহালা) থানার নারায়ণ রায় রোডে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ইনসপেকটর শ্রীরবীন ঘোষ (৪৬) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে খুন হন। পুলিশ কুকুরের সহায়তায় এ ব্যাপারে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রকাশ, বেহালা শিলপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়ি থেকে সাদা পোশাকে সাইকেলে অফিস আসার সময় ৫।৬জন যুবক লোহার রড ও ছুরি দিয়ে শ্রী ঘোষকে আক্রমণ করে। রডের ঘায়ে সাইকেল থেকে পড়ে গেলে তাঁকে পর পর দশবার ছোরা মারা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান। তাঁর রিভলবারটি নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা উধাও হয়। ...

'আমরা এত টাকা খেসারত কোথা থেকে দেব'

—মুখ্য সচিব

স্টাফ রিপোর্টার

মুখ্যসচিব শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত লবণ হ্রদ প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি জানতে চেয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোরট চেয়ে পাঠিয়েছেন। এই প্রকল্প রূপায়নের ব্যাপারে বিদেশী একটি ঠিকাদারী সংস্থাকে আড়াইকোটি টাকার খেসারত দেওয়া সাপেক্ষে শ্রী সেনগুপ্ত বলেন যে, আমরা অত টাকা কোথা থেকে দেব। চুক্তি বাতিল করে দেওয়ায় ওরা আড়াই কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই আড়াই কোটি টাকার খেসারতের খবর প্রকাশিত হলে মহাকরণে অফিসার মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সেনগুপ্ত বলেন, চার ও পাঁচনম্বর সেকটর বাদে অন্যান্য সেকটরের কাছে হাতে কোনরূপ বাধা না আসে তারজন্য রাজ্য সরকার সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, আমরা চাই, লবণ হ্রদ প্রকল্পের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

কয়েকটি ট্রেনের গতিবৃদ্ধির প্রস্তাব স্থগিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেম্বর—আগামী ১ অকটোবর থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ একসপ্রেস ট্রেনের গতি-বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা রেল বোরডের ভিতরে ও বাইরে তীব্র মতবিরোধের ফলে এক মাস স্থগিত রাখা হয়েছে।

ওই পরিকল্পনা ১ নবেমবর থেকে চালু হলেও তা সাংবাদিক বৈঠকে রেলমন্ত্রীর সম্প্রতিক ঘোষণা মাফিক হচ্ছে না। বরঞ্চ হবে ঠিক তার উলটো। কয়েকটি ট্রেনের গতি কমে যাবে।

অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনে

রেল বোরডে মত বিরোধের ফলে ওই প্রস্তাব এক মাস স্থগিত রাখা হচ্ছে এমন কথা বোরড স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে : বন্যার ফলে দেশের পূর্বাঞ্চলে ট্রেন চলাচলে অনিশ্চয়তা এবং ১৯৭১ সালের অকটোবরের শেষে ফরাক্কা বাঁধের ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু করলে ট্রেন চলাচলে নতুন ব্যবস্থা চালু করতে হবে বলে ওই প্রস্তাব কার্যে রূপায়ণ বন্ধ রাখতে হয়েছে।

যোগাযোগ মন্ত্রকও ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। কারণ ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করা হলে ওদের সঙ্গে আর মেল ভ্যান জোড়া যাবে না। এ নিয়ে বিতর্ক এত তীব্র আকার ধারণ করে যে বিষয়টি নাকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায়। প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী রেল মন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে জানান যে, ওই সব ট্রেনে মেল ভ্যান না জোড়াটা ঠিক হবে না। এর পর স্থির হয়েছে যে পূর্বের মত ওই সব ট্রেনে মেল ভ্যান জোড়া হবে।

কলকাতায় রাজনৈতিক খুন ১৪০টি

স্টাফ রিপোর্টার

এ বছর আগসট পর্যন্ত কলকাতায় ১৪০টি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা হয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নাম জানা কর্মী খুন হয়েছেন ৭৯ জন এবং নাম না জানা ৩৯ জন। নাম জানা কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছেন সি পি এম দলের—৩৯ জন। নব কংগ্রেসের ১৮ জন, সি পি আই (এম এল) ১৬ জন, সি পি আই ১ জন, ফরওয়ারড ব্লক ৩ জন এবং আর এস পি'র ২ জন কর্মী খুন হয়েছেন। আর পুলিশের ১৪ জন, হোমগারড ৮ জন এবং ১১ জন ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন।

ওই সময়ে শহরে খুন হয়েছেন মোট ২৩২ জন।

বুধবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র এই খবর জানান। ওই সময়ে পুলিশের গুলিতে কতজন নিহত হয়েছেন, সেই হিসাব তিনি জানাননি। এ সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে যে রিপোরট পাঠানো হয়েছে, তাতে এর উল্লেখ নেই। ওই সময়ে কী পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তা রিপোরটে বলা হয়েছে। যেমন চারটি রাইফেল, শরটগান নটি, রিভলবার ষোলটি, পিসতল তিনটি, পাইপগান ১৩৪টি, দেশি স্টেনগান বত্রিশটি, একনলা বন্দুক একটি, অ্যারার গান দুটি এবং রিভলবার তৈরির ছাঁচ বারোটি ইত্যাদি।

ওই মুখপাত্র জানান, এ বছর পনের সেপটেমবর পর্যন্ত কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় ৮০৪টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৫৭।

শরণার্থীদের মধ্যে মারকিন মহিলার ডলার বিলির সংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার

আমেরিকার জনৈক মহিলা শরণার্থীদের মধ্যে ২৪ হাজার ডলার বিলি করছেন বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোরট দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এখনই গণতন্ত্র — নয়ত পাকিস্তান লুপ্ত হবে —ভুট্টো

করাচি, ২২ সেপটেমবর—আগামী জানুয়ারির শুরুতে জাতীয় পরিষদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা না দিলে পিপলস পারটিকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। এখানে সাংবাদিক বৈঠকে পারটির চেয়ারম্যান শ্রীভুট্টো এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, এখনই পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনলে পরে আর তা সম্ভব হবে না। এখন সময় হারালে পাকিস্তান লুপ্ত হবে।

শ্রীভুট্টো বলেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে ছয় মাস কাজ করলে তবে পূর্ববঙ্গে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা যাবে এবং সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, চীনকে বাদ দিয়ে ভারত-পাক বিরোধে বিদেশী শক্তিরা নাক গলানোর চেষ্টা করলে উপমহাদেশে শান্তি আসবে না।

রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রানস এই বিরোধে যাতে হস্তক্ষেপ করে—সেজন্য চেষ্টা হচ্ছে। পাকিস্তান এশিয়ার অংশ। এই উপমহাদেশে শান্তি আনার চেষ্টায় চীনকে বাদ দেওয়া চলবে না। পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পর্কে চীন তার ভূমিকা সুস্পষ্টভাবেই বলেছে। চীনকে বাদ দিয়ে আলাপ-আলোচনা মারাত্মক হবে।

শ্রীভুট্টো বলেন, তাঁর দল পূর্ববঙ্গে উপনির্বাচনে প্রার্থী দেবে। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত ৭৮ জন আওয়ামি সদস্যের সদস্যপদ খারিজ হয়েছে। ওই ৭৮টি আসনে উপনির্বাচন আগামী ১২ ডিসেমবর। —ইউ পি আই

সরকারী কর্মীদের কর্মবিরতির অবসান

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমর চক্রবর্তী। সর্বশ্রী সরল সেনগুপ্ত, পান্না রায়, মাধব ব্যানারজি প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এর পর তাঁরা মিছিল করে মিশন রো-তে আসেন। এক প্রতিনিধি দল বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রাজভবনে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকেও কর্মীরা এদিন কর্মচারীদের গ্রেফতার, সাসপেনসন ও ৩১১(২) ধারা বলে সরাসরি বরখাস্তের প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখান ও একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের যুক্ত কমিটি (অস্থায়ী) পক্ষ থেকেও বুধবার স্টুডেণ্ট হলে আয়োজিত এক সভায় বরখাস্তের প্রতিবাদ করা হয়।

ইউ টি ইউ সির প্রতিবাদ

ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সরকারী কর্মী বরখাস্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয় যে, আগামী ২৪ সেপটেমবর তাঁরা সারা রাজ্যে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ দিবস পালন করবেন।

২৫ সেপটেমবর কেরলে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া কেরল মন্ত্রিসভায় দলের ৫জন প্রতিনিধির নাম আজ এখানে অনুমোদন করেছেন। এরপর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবেন প্রধানমন্ত্রী। কেরল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথন আজ হাই কমানডের কাছে অনুমোদনের জন্য নামের তালিকাটি দেন। তিনি আজ এখানে স্বতন্ত্রভাবে শ্রীসঞ্জীবায়া ও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন।

ত্রিবানদ্রম থেকে পি টি আই জানান : কেরল মন্ত্রিসভায় নব কংগ্রেসের ৫জন মন্ত্রী হচ্ছেন—সর্বশ্রী করুণাকরণ, কে টি জরজ, ভেললা ইচারান, ভাককোম পুরুষোত্তমন এবং কে জি আদিয়োদি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ২৫ সেপটেমবর।

সি পি আইয়ের মন্ত্রীরা সর্বশ্রী বলরাম, শ্রীনিকসন এবং রাঘবন ২৪ সেপটেমবর পদত্যাগ করবেন। তাঁদের জায়গায় সি পি আই থেকে মন্ত্রিসভায় আসবেন—শ্রীগোবিন্দন নায়ার এবং শ্রীটমাস।

তির্যক

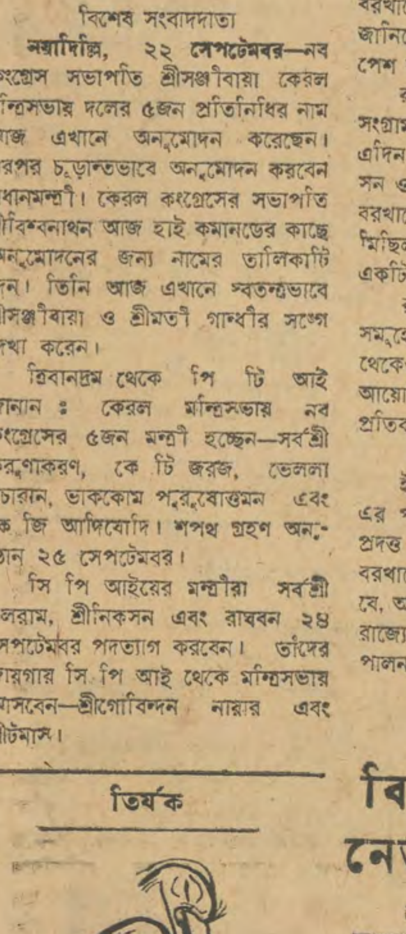

জাপানের বিরোধী দলের নেতা ছুরিকাহত

টোকিও, ২১ সেপটেমবর—জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা শ্রীওসিকাৎসু টাকিরী (৪৫) আজ ছুরিকাহত হন। আততায়ী তাঁর পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়।

শ্রীটাকিরী চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক উন্নত করার পক্ষে ছিলেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে বলা হয়, তিনি যখন একটি সম্মেলন থেকে তাঁর হেড কোয়ার্টারের দিকে আসছিলেন সেই সময় পথে একজন তাঁর পেটে ছুরি মারে।

তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

—এ পি

আদম মালিক রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদে সভাপতি

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

অধিবেশনের উদ্বোধন করে নতুন সভাপতি নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করেন।

শ্রী হামব্রোকে অবশ্য অধিবেশনের শুরুতেই কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

মাও সে তুং পরলোকে?

প্রতিনিধিদের কেউ কেউ জানান, তাঁরা করাচী রেডিওতে শুনেছেন—চীনের কমিউনিসট পারটির চেয়ারম্যান মাও সে তুং পরলোকগমন করেছেন। তাঁরা চান, এই বিষয়টি নিয়েই এখন আলোচনা করা হোক।

শেষ পর্যন্ত জানা যায়, করাচী রেডিও-র খবরটি হল মাও সে তুং-এর পরলোকগমন সম্পর্কে ধারণা মাত্র।

এর পর অধিবেশন শুরু হয়। শুরু হতে না হতেই এক অপরিচিত কণ্ঠের সংবাদ : অধিবেশন কক্ষে একটি বোমা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা তা খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ফায়ারব্রিগেড থেকেও গাড়ি আসে।

গত রাত্রিতে মালয়ী ও কঙ্গো কিনসাসা প্রতিনিধিদের সদর দফতরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

নতুন সদস্য

এবার তিনটি দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ পেয়েছে—ভুটান, বাহারিন ও কাতার। এদেরকে নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩০। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শ্রীরাজবাহাদুর ওই নতুন তিন সদস্যরাষ্ট্রকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের বিশ্বাস এই তিন রাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হওয়ায় একদিকে এই সংস্থার শক্তি যেমন বৃদ্ধি পেল, অন্য দিকে বিশ্বে শান্তির কাজে এদের ভূমিকাও হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত মারকিন প্রস্তাবটি পেশ করা হবে এ সপ্তাহের শেষ দিকে।

চু এন লাই প্রস্তুত?

হংকং-এর খবর : চীনের ধারণা রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত মারকিনী প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হবে। আর এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন লাই নাকি রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

আরও খবর : শ্রী চু রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পরেই তাওয়াইন-চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানাবেন। —রয়টার, এ এফ পি, ইউ এন আই, পি টি আই, ইউ পি আই

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারির আবেদন

মুজিবনগর, ২১ সেপটেমবর—বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দফতরের সেকরেটারি ডঃ টি হোসেন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন :—

বহু ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নামে উপহার ও ঔষধাদি সংগ্রহ করছে. এই ঘটনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সরকার জানেন না, এই সব দ্রব্য কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তাঁদের শুভার্থীদের নিকট এই আবেদন জানাচ্ছেন, যাঁরা কলকাতার বাংলাদেশ হাই-কমিশন অফিস থেকে পরিচয়পত্র না রাখবেন, তাঁদের যেন ঔষধপথ্য ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য না দেওয়া হয়। বাংলাদেশ হাই-কমিশন স্বাস্থ্য দফতরের এবং বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির সংযোগ রক্ষা অফিস হিসাবেও কাজ করছে।

—পি টি আই

সোস্যালিসট পারটির মিছিল, স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোরটার

বন্যাত্রাণ ও প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বুধবার সোস্যালিসট পারটির উদ্যোগে সুবোধমল্লিক স্কোয়ারের এক জনসমাবেশের পর মিছিল করে রাজভবনে যান। ওইখানে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করেন। পরে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে গিয়ে একটি স্মারকলিপি দেন।

'প্রিয়ম্বদা দেবী' নিবন্ধের লেখক

বুধবার আনন্দবাজারে 'প্রিয়ম্বদা দেবী' শীর্ষক নিবন্ধের লেখক হলেন দীপন চট্টোপাধ্যায়। ভুলক্রমে দীপন মুখোপাধ্যায় বেরিয়েছে।

অশ্লীল বইয়ের দোকানে আক্রমণ, দুজন হাজতে

সোমবার এসপ্ল্যানেড ইসট ও এস এন ব্যানারজি রোডে কয়েকটি অশ্লীল বইয়ের স্টলে মারাত্মক ধরনের আক্রমণ সংক্রান্ত অভিযোগে পুলিশ এস ইউ সি দলভুক্ত ডিমোক্র্যাটিক ইউথ অরগ্যানাইজেশনের সদস্য বলে বর্ণিত স্বপন চ্যাটারজি ও রণজিৎ সান্যালকে গ্রেফতার করে। চীফ প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এইচ এন সেনের আদালতে আসামীদের হাজির করা হয়েছিল।

আর একজন আসামী ভাস্কর গুপ্ত জনসাধারণের হাতে প্রহৃত হয়। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

প্রকাশ, আসামীরা কয়েকটি স্টলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সমস্ত এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

ম্যাজিসট্রেট আসামীদের ২৫ সেপটেমবর পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

বিনা প্ররোচনায় সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামে পাক গোলাবর্ষণ

কৃষ্ণনগর, ২২ সেপটেমবর—এখানে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ। পাকিস্তানী সৈন্য প্রাগপুরের নিকট তাদের ঘাটি থেকে আজ খুব ভোরে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার অধীন সীমান্তবর্তী ভারতীয় দুটি গ্রাম রাণীনগর এবং কুরমিপাড়ায় বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ শুরু করে।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গোলাবর্ষণ করে তার উপযুক্ত পালটা জবাব দেয় এবং সকাল ৬টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত গোলাবর্ষণ চলে।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীও পাক সৈন্যদের স্তব্ধ করার জন্য করিমপুর থানার অধীন তেঁতুলবাড়ি এবং দীঘলকান্দী গ্রামে গোলাবর্ষণ করে। এ ঘটনা ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় ঘটে। গোলা বিনিময় প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চলে।

উভয় ঘটনাতেই পাকিস্তানী বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে। —পি টি আই

শিকারপুরে পাক গোলা!

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২২ সেপটেমবর—গতরাত থেকে করিমপুর থানার শিকারপুরের উপর পাক মরটার ও মেশিনগান থেকে বারে বারে গোলা বর্ষণ চলছে।

এ ব্যাপারে নদীয়ার জেলা শাসক জানান, পাকিস্তানী গোলায় ভারতের শিকারপুরের বি ডি ও কলোনীর একজন শরণার্থী নিহত হয়েছেন।

পাক সৈন্যের হাতে বিপ্লবী নেতা হীরালাল দাশগুপ্তের মৃত্যু

আগরতলা, ২২ সেপটেমবর—অবিভক্ত বাংলার সুপরিচিত বিপ্লবী নেতা শ্রীহীরালাল দাশগুপ্তকে (৬৮) বরিশাল জেলার পটুয়াখালিতে পাক সৈন্য সম্প্রতি গুলি করে হত্যা করেছে।

সীমান্তের ওপার থেকে জাতীয় আওয়ামী পারটি (মসকো পন্থী) সূত্রে জানা গিয়েছে. শ্রী দাশগুপ্তকে এর আগে সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেন। ওই সূত্রে বলা হয় বাংলা দেশের ঊর্ধ্বতন এক কমিউনিসট নেতা শ্রীদাশগুপ্তের এই হত্যাকাণ্ডের কথা জানিয়েছেন।

শ্রীদাশগুপ্ত ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জেলে আটক ছিলেন। তারপর স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

—ইউ এন আই

ভারতে নেপালের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যকলাপ ভারত বরদাস্ত করবে না

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—ভারত ভূখণ্ডে নেপালের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কোনরূপ কার্যকলাপ ভারত বরদাস্ত করবে না বা এই ধরনের বন্ধুভাবাপন্ন একটি দেশের বিরুদ্ধে কেউ সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক, এটা ভারত কিছুতেই মেনে নেবে না।

নেপালের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালা এখানে এক সাক্ষাৎকারে যা বলেন, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের জনৈক মুখপাত্র এই মন্তব্য করেন। শ্রীকৈরালা এখন বোমবাইয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। নেপালের বর্তমান রাজকীয় প্রশাসন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে বলে শ্রীকৈরালা হুমকি দেন। তবে তিনি বলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করা হবে নেপালের ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়।

মুখপাত্রটি আজ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভারতের মাটিতে নেপালের বিরুদ্ধে মৈত্রীবিরোধী কোনরূপ কার্যকলাপ ভারত সহ্য করবে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি দলের প্রথম সারির সদস্য শ্রীআবদুল ফতে আজ এখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁর দেশের জনগণ স্বাধীনতার কমে সন্তুষ্ট হবেন না।

তিনি জানান, নিউইয়রকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যে ১৪ জনের প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন তাতে তিনিও থাকবেন।

শ্রীফতে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান, তাঁর দল যে চারটি শর্ত দিয়েছেন সেগুলি মানলেই তবে একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। সেই শর্তগুলি হল : (১) বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান, (২) সমস্ত পাক সামরিক সৈন্য প্রত্যাহার, (৩) শেখ মুজিবের মুক্তি ও (৪) বাংলাদেশের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান।

তিনি বলেন, আমরা এটাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মনে করি না। এটা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তাছাড়া গণহত্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে এটা একটি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে যাননি

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

কলকাতায় থেকে গিয়েছেন দমদম থেকে সোজা স্বদেশে ফেরার জন্য। সব দেখেশুনে সব দেশের প্রতিনিধিই রাজনৈতিক মীমাংসা বাংলাদেশ সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বেলা ১১টা ৩৮ মিনিটে ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর একটি ভাড়া করা বিমানে প্রতিনিধি দল দমদম বিমানবন্দরে এসে নামেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে জানতে চান, তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছেন কি না? কয়েকজন প্রতিনিধি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন তাঁরা বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকবেনই। কিন্তু অনেকেই সঠিক জবাব দিতে পারেন না, মিনিট পনেরোর পর কয়েকটি দেশের জন-দশ প্রতিনিধি ভি আই পি লাউনজে একটি কক্ষে গোপন বৈঠকে বসেন। কিছুক্ষণ পর অসট্রেলিয়ার প্রতিনিধি শ্রীলেস জনসন এম পি সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে ঘোষণা করেন, পেটরাপোল থেকে সীমান্ত অতিক্রমের প্রস্তাব বাতিল করা হলো। কেননা, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোন দেশ এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক এটা তাঁরা চাইছেন না। তাই এই ঝুঁকি এড়িয়ে চলা সমীচীন বলে প্রতিনিধি দল মনে করছেন।

প্রতিনিধি দলের কয়েকজনকে বেশ উত্তেজিত দেখা যায়। লনডনের একজন প্রতিনিধি বাইরে এসে তাঁর পাসপোরটের উপর বাংলাদেশ সরকারের ভিসা মঞ্জুরের ছাপ দেখিয়ে বলেন, ওই ভিসা নিয়ে তিনি ও আরও দুজন পৃথকভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকবেন। চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত তাঁর যাওয়ার ইচ্ছা। উত্তেজনায় তিনি বার বার 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে থাকেন।

জাপান রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশের বিষয়টি তুলবে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—জাপান বাংলাদেশের ব্যাপারটি রাষ্ট্রপুঞ্জে তুলবে। আজ এখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে একথা বলেন একটি জাপানী সংসদীয় প্রতিনিধি দল।

জাপানের প্রতিনিধি সভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির সভাপতি ওশিও সাকুরাউচির নেতৃত্বে চারজন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আজ শ্রী রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। গতকাল তাঁরা শরণার্থী শিবিরগুলি দেখতে গিয়েছিলেন।

তাঁরা শ্রী রায়কে প্রতিশ্রুতি দেন যে, শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে জাপান সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য করবে।

—পি টি আই

ইউ এন আই-এর খবর, জাপানী সংসদীয় প্রতিনিধি দলটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করে জাপানের মনোভাবের কথা জানিয়েছেন।

মুদ্রাসংকট সমাধানে

উন্নতিশীল দেশগুলির স্বার্থ অবহেলা করা উচিত হবে না —চবন

নিউইয়রক, ২১ সেপটেমবর—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন গতকাল এখানে বলেন, ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের যে বৈঠক বসছে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংকটের সমাধান হবে।

শ্রীচবন আরও বলেন, মুদ্রাসংকট সমাধানের সময় উন্নতিশীল দেশগুলির স্বার্থ অবহেলা করা উচিত হবে না।

কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীচবন বাহামা যাচ্ছেন।

—রয়টার

কেরলে সি পি আই-এর ২ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

ত্রিবানদ্রম, ২১ সেপটেমবর—কেরলের ২ জন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী এম এন গোবিন্দন নায়ার ও শ্রী টি ভি টমাসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সি পি আই দলভুক্ত ২ জন প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর প্রাক্তন এম এল এ-রা ওইসব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৯ সালের ১৮ অকটোবর এলাহাবাদ হাইকোরটের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী এন এন মোল্লাকে নিয়ে একজন সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

মোল্লা কমিশন গতকাল কেরল সরকারের কাছে ৩২০ পাতার রিপোরট পেশ করেছেন। রিপোরটে নাকি বলা হয়েছে — অভিযোগগুলি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত'। কমিশন নাকি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ছোটখাট দুর্নীতি ও প্রশাসনিক গাফিলতির বিষয় তদন্ত কমিশনে না পাঠিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেরল মন্ত্রিসভা মোল্লা কমিশনের রিপোরট গ্রহণ করেছেন।

বিহারে শীঘ্রই এড হক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (নব) গঠন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—কয়েক দিনের মধ্যেই বিহারে একটি এড হক প্রদেশ কংগ্রেস (নব) কমিটি গঠন করা হতে পারে। ওয়ারকিং কমিটি তাঁদের সর্বশেষ বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেন।

মনে করা হচ্ছে যে. এড হক কমিটির সভাপতি হবেন শ্রীবিদ্যাকর কবি।

এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন স্থাপনের প্রস্তাব

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি. ২২ সেপটেমবর—অকটোবর মাসের প্রথমে ব্যাঙ্ককে উচ্চপর্যায়ের এশীয় মন্ত্রি পরিষদের অধিবেশন হবে। এই সম্মেলনে 'এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন' স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং এশীয় মুদ্রা ব্যবহারের উন্নতির জন্য এই ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক কমিশনের আহ্বানে ব্যাঙ্ককে প্রস্তুতি কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় তাতে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থসঙ্কটের জন্য প্রস্তাবটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী এল এন মিশ্র এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। নভেমবর মাসে পেরুর লিমায় যে ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশের সম্মেলন হবে তাতে এশিয়ার দেশগুলি কোন নীতি গ্রহণ করবে তাও ব্যাঙ্ককের এই অধিবেশনে স্থির করা হবে।

বাংলাদেশের সমর্থনে সুইডেনে যুব সংস্থার অভিযান

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—সুইডেনের লিবারেল পারটির যুব শাখা লিবারেল ইয়ুথ লীগ বাংলাদেশের সমর্থনে ওই দেশে অভিযান শুরু করেছেন।

লীগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৪ পাতার একটি ইসতাহারে লীগের সদস্যদের প্রতি এই বলে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকরা পূর্ব বাংলায় যে গণহত্যা চালিয়েছে. জনসাধারণকে তাঁরা যেন তা বুঝিয়ে বলেন।

চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন চালানো হবে—

(১) বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতিদান। (২) বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপন। (৩) বাংলাদেশে দমন-পীড়ন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্যদান বন্ধ রাখা এবং (৪) ভারতে আগত শরণার্থীদের আরও বেশি করে সাহায্যদান।

—পি টি আই

ওড়িশায় চারটি কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ

ভুবনেশ্বর, ২২ সেপটেমবর—আজ রাউরকেলা, ভদ্রক, রাজনগর ও কোকাসারা এই চারটি রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিতে সমাধা হয়। এ খবর সরকারী সূত্রে পাওয়া। —পি টি আই

হাওড়া জেলা শাসকের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ

হাওড়া অফিস

হাওড়া জেলার বন্যার্তদের সাহায্যের দাবিতে ও পুলিশী অযোগ্যতার প্রতিবাদে সোস্যালিসট পারটির নেতৃত্বে বুধবার জেলাশাসকের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দলের সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র শরমা, সম্পাদক শ্রীসুরেশ্বর দত্ত, শ্রীঅর্ধেন্দু বসু প্রমুখ বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন।

বিদেশীরা বিনা বাধায় শরণার্থী শিবিরে যেতে পারেন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপটেমবর—বিদেশী সাংবাদিকরা বিনা অনুমতিতে এবং সরকারী লোকের সাহায্য ছাড়া শরণার্থী শিবির ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন না, নিউইয়রকে এই মর্মে যে রিপোরট প্রকাশিত হয়েছে এখানে একজন সরকারী মুখপাত্র তা অস্বীকার করে বলেন, ওই রিপোরট মিথ্যা এবং অভিসন্ধিমূলক।

ওই মুখপাত্র জানান, বিদেশীদের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন সম্পর্কে সরকারের যে নিয়মকানুন ছিল তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। পাঁচশটি দেশের দু হাজার বিদেশী সাংবাদিক, আইনসভা সদস্য ও জননেতা বিনা বাধায় সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন।

যে কোনও বিদেশী সাংবাদিক নিজের দায়িত্বে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন তবে সরকারের এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই।

—পি টি আই

মাদরাজে বারনিস খেয়ে ২০ জনের মৃত্যু

মাদরাজ, ২২ সেপটেমবর—আজ উত্তর মাদরাজের তিরুভোত্তিয়ুরের এক বস্তিতে বারনিস পান করার ফলে ২০ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের আই জি শ্রী এফ ভি অরুল এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন যে, আরও অনেককে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

—পি টি আই

জোরিক
স্টেনলেস
একালের ব্লেড
আরামে দাড়ি কামাতে
—শেষ কথা!

৩টি ব্লেডের দাম টাঃ ১.৫৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)
ARMS-Z-12671—80 BN

আবার বাজীমাৎ করেছে
ব্রাসেলস্-এর মনদ্ (বিশ্ব) নির্বাচনে
পরপর তিনটি রৌপ্য পদক পেল
উইণ্ডসর

হ্যাঁ, ফিল্টার বলতে উইণ্ডসর। নামডাক কি এমনিতে হয়!
উইণ্ডসর খেয়ে দেখুন। পাকা ভার্জিনিয়া তামাকে তৈরি এই সিগারেটের যেমন স্বাদ, তেমনি আমেজ। এর অপূর্ব ব্লেণ্ড আপনার মনে না ধরেই যায় না!
তাছাড়া, এর নিখুঁত ফিল্টার তো আছেই।
কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে উইণ্ডসর বছরের পর বছর একটার পর একটা পদক জিতে চলেছে।

মনদ্ (বিশ্ব) নির্বাচন হ'ল একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, যেখানে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের গুণমান যাচাই করে দেখা হয়।

সর্বোচ্চ মূল্য
১.৫০ পয়সায় ২০টি/৭৫ পয়সায় ১০টি
(স্থানীয় কর আলাদা)

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

এবার আরও ভালো
উইণ্ডসর
ফিল্টার

WDC 3/71 BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অশোকা ১২॥ ৩॥ ৬॥
আন্দাজ

অলকা ফোন—৬৭ ২০২৫ ১॥ ৪॥ ৭॥
হামজোলী (রঙীন)

নারায়ণী তাপানিয়ন্ত্রিত ৫৬-৩৩৩৮ ১. ৪. ৭
কিসমত

পার্বতী ৬৭-২৮১৯ কাল থেকে ২, ৪৫, ৭॥টা
খুঁজে বেড়াই

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৩ ১২ ৩. ৬
জংলী

শ্যামশ্রী হাওড়া ৬৭ ৩১৩ ১২, ৩, ৬
অপরিচিত

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ১॥ ৪॥, ৭॥
মোকাবিলা

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ১. ৪. ৭টায়
দি ট্রেন

জয়া ২-০১৩৬ বাতানুকূল ১ ৪ ৭
পুরানি পহচান

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০ মিঃ
সুহানা সফর (ইস্টম্যান কলার)

রূপম ফোন—৩৪-৪০১৭ ১. ৪. ৭
শচীমার সংসার (৪র্থ সপ্তাহ)

বিনোদিনী বাগুইআটি
পদ্মগোলাপ — ১টা
ঝুটা না কহো — ৪, ৭টা

পূরবাশা ৪৬ ২০০৭ ১, ৪॥, ৭॥টা
দো রাস্তে

নবীনা তাপানিয়ঃ ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ ১২, ৩॥, ৬॥
ওয়াকত

অতীন্দ্র খড়দহ—৩৪০
শহরের ইতিকথা ১টা, ৪টা
WHERE EAGLES DARE —৭টা

এলিট উজ্জ্বলতম ২য় সপ্তাহ প্রত্যহ ১২, ৪ ও রাত্রি ৮টা
প্রেক্ষাগৃহ ● দুঃসাহসিক ঘটনায় পূর্ণ উপভোগ্য ছবি!

নিরাশ হবার আগেই টিকেট কিনুন (এ)

শেষ সপ্তাহ : উত্তম-সুচিত্রার

পথে হল দেরী

শ্রী ১২ ৩ ৬ ইন্দিরা ৩. ৬. ৯

শুক্রবার ২৪শে হইতে
গীতাঞ্জলি (রাণাঘাট) ধূর্জটি (বজবজ), ছায়াবাণী (কৃষ্ণনগর) রূপকথা (হাবড়া) শ্রীকা (বনগাঁ) কাকলী (বসিরহাট) রূপছবি (ডায়মণ্ড) উত্তরা (কাটোয়া) শো হাউস (বারুইপুর) আমতলা টকীজ রূপশ্রী (তমলুক)

জনসংবর্ধিত ১৪শ সপ্তাহ

প্রতি মেরে সাথী

রিগ্যাল — প্রিয়া
১৯ ২-৩০ ৫-৪৫. ৯ ২, ৫-১৫, ৮-৩০
মিত্রা — জয়ন্তী
২, ৫-১৫, ৮-১৫ (রিষড়া)
"ধর ধর ফুল খিলে"
বসুশ্রী — বীণা
২, ৫-৩০, ৮-৪৫ ১২, ৩, ৬
প্রিয়া-তে প্রত্যহ : বেলা ১১-৩০ মিঃ
"হম সে আচ্ছা কৌন হ্যায়"

বিশ্বরূপা ফোন-৫৫-৬২৬২
॥ শুভ উদ্বোধন ॥
শনিবার ম্যাটিনী ২॥টায়,
দ্বিতীয় অভিনয় সন্ধ্যা ৬টায়
মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও একাদশী প্রত্যহ ম্যাটিনী ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়

আলো/তাপস সেন / সঙ্গীত/ভি বালসারা
মঞ্চ/সুরেশ দত্ত / ধ্বনি/কমল চৌধুরী
বিকাশ রায় এবং মঞ্জু
যোগদান করেছেন।

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ ● ফোন : ৫৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

আজ ও পরশু : সন্ধ্যা ৬টায়
রবিবার ২৬শে [মহাসপ্তমী] সোমবার ২৭শে [মহাঅষ্টমী] ও মঙ্গলবার ২৮শে [মহানবমী] প্রত্যহ : ২॥ ও ৬টায়

রঙমহল ফোন : ৫৫-১৬১৯
আজ ও শনি : ৬টায়
রবি ২৬শে (মহাসপ্তমী), সোম ২৭শে (মহা-অষ্টমী), মঙ্গল ২৮শে (মহানবমী) ও বৃহঃ ৩০শে (একাদশী) প্রত্যহ : ৩টা ও ৬টায়
আশাপূর্ণা দেবীর

উত্তরণ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দু ॥ হরিধন
অজিত ॥ মৃণাল ॥ অমরনাথ ॥ কেষ্ট
সন্তোষ ॥ কার্তিক ॥ ইন্দিরা ॥ আরতি
রত্না ও সরযূদেবী

ছায়া ২, ৫, ৮
অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস
শাম্মিকাপুর - শর্মিলা
কালিকা ২॥ ৫॥, ৮॥
সাধু ঔর শয়তান
মেহমুদ, ভারতী, কিশোরকুমার ওমপ্রকাশ, প্রাণ
আলেয়া ২, ৫, ৮
শিকার
ধর্মেন্দ্র - আশা পারেখ

পূর্ণশ্রী ২ ৫॥ ৮
সাচ্চা ঝুঠা
(গেভাকলার)
* রাজেশ খান্না - মুমতাজ

মনোরম ৫ম সপ্তাহ!
মোহনকুমারের প্রাণোদ্দীপক প্রণয় গীতিকাব্য

অপেরা
প্রত্যহ ৩. ৬. ৮-৪৫টা
এলফিনস্টোন (পাটনা) ৩য় সপ্তাহ
বাটা সিনেমা - প্রভাত টকীজ
(বাটানগর) (চক্রধরপুর)
রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি) ২য় সপ্তাহ
জৈন স্মৃতি প্যালেস (চাইবাসা)

প্রশংসাধন্য ২য় সপ্তাহ
সঙ্গীতমুখর এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী

পুরানি পহচান

ওরিয়েণ্ট (১২॥ : ৩॥ : ৬॥)
জয়া — বর্ণা — ইন্দ্রধনু — শঙ্কর (মাহেশ)

আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রথম প্রতিশ্রুতি

পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত
প্রত্যহ ২॥, ৫॥, ৮॥
মিনার ● বিজলী ● ছবিঘর

শেষ তিনটি শো
সুচিত্রা ● উত্তম অভিনীত
তারাশঙ্করের

সপ্তপদী

পূরবী ও পদ্মশ্রীতে
৩-৬-৯

তরুণ মজুমদারের

কুহেলি

রাধা ● পূর্ণ ● প্রাচী
(শেষ ৩টি 'শো')
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮)

শেষ তিনটি শো
সুচিত্রা ● উত্তম অভিনীত

হারানো সুর

উত্তরা : উজ্জ্বলা ও মৃণালিনীতে
১২-৩-৬ ৩-৬-৯ ১-৪-৭

শেষ তিন শো!

চেতনা

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
১২।, ৩।, ৬।
রূপবাণী : অরুণা : ভারতী

গ্লোব প্রত্যহ ৩, ৫-৪৫ মিঃ ও রাত্রি ৮-৩০টায়
শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
অদ্য শুভারম্ভ!
মেক্সিকান বিপ্লবের একটি জীবন মৃত্যুর অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়!
"এ প্রফেশনাল গান" (এ)
* ফ্রাঙ্কো নেরো * জ্যাক পলান্স *
* গিয়োভান্না রেলী * টনি মুসান্তে *
টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের টেকনিকলর ছবি

গ্রেস শেষ দিন (১২ ২-৩০, ৫, ৭-৩০)
সোফিয়া লরেন অভিনীত
Yesterday, today and tomorrow
(রঙিন)

মিনার্ভা একাদিক্রমে ১ম সপ্তাহ।
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টা
দুঃসাহসিকতায় পরিপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি
ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও গেরিলা যুদ্ধের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী!
কলম্বিয়া পিকচার্সের নিবেদন
গ্রেগরি পেক, ডেভিড নিভেন
অ্যান্টনি কুইন অভিনীত
দি গানস অফ নাভারোন (ইউ)
(রঙিন)

দি লাইট হাউস
প্রত্যহ ৩টা, ৬টা, ৮-৪৫
ছবি দেখলে, যেন রক্তে জোয়ার লাগে বলেন, ৫৫ হাজার দর্শক! সাংবাদিক বলেন এক নিঃশ্বাসে দেখবার মত ছবি। তবুও
আজই শেষদিন, মাত্র তিনটে শো
ঝলকে ঝলকে রক্ত, সঙ্গে, পিস্তল আর ছুরির নৃত্য: খুনীর বীভৎস উল্লাস! তবুও সুন্দরীর স্বর্গীয় প্রেম সব হারিয়ে দিল

THE JAMES-BOND-1971 KILLER LIKES CANDY
TECHNICOLOR · TECHNISCOPE (A)

তৎসহ এক্স-৭০ জাপানে বিশ্বমেলার ছবি
আর সময় নাই, একটু তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত ফিরবেন না!

আগামীকাল!
সহজ, সরল, সত্যনিষ্ঠ এক যুবকের সৎভাবে জীবন-ধারণের বাস্তব চিত্রালেখ্য— সপরিবারে উপভোগ্য — মহাপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!!

অগ্রিম টিকিট!
ওয়াহীদা । সঞ্জীব
মেহমুদ
অভিনীত

জ্যোতি : প্রভাত
খান্না : রূপালী
পিয়ালী, পল্লী, নবভারত, অশোক, মিলনী সিনেমা, লীলা, ভাটিনী, শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া), রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর), অন্নপূর্ণা (বাসন্তী), অনুরাধা (দুর্গাপুর), গোধূলি (আসানসোল), জি টি টকীজ (জামসেদপুর), গেইটী (সম্বলপুর) জনতা (পুরী) অশোক (পাটনা)
॥ অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন ॥

মহাজাতি সদনে—২৫/৯ সন্ধ্যা ৬টায়
সাউথ ক্যালকাটা এন্টারপ্রাইজ প্রযোজিত
নিউ আর্য্য অপেরার
"বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান"
নামভূমিকায়—'স্বপনকুমার'
টিকিট প্রাপ্তিস্থান—উজ্জ্বলা সিনেমা, পূরবী সিনেমা, আর্য্য অপেরা, মহাজাতি সদন
ব্যবস্থাপনায়—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ৬টায়
যখন একা
শনিবার ৬টায় সোমবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
রবিবার ও মঙ্গলবার ২॥টে ও ৬টায়
নতুন নাটক
হে সময় উত্তাল সময়
আমরা সবাই অর্জুনের প্রতীক্ষায় আছি
৩০শে বৃহস্পতিবার ২॥টে ও ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ রঙ্গনায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

কাল শুভমুক্তি

জঙ্গীশাহী অত্যাচারের এক জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি

জয় বাংলা

নিউ এম্পায়ার ● সুরশ্রী
মিত্রা ● পূরবী ● প্রিয়া
[প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী]
নেত্র (দমদম) শঙ্কর (হাবড়া) বনফুল (কৃষ্ণনগর) বিধান (বারাসত) মিলনী (বসিরহাট) ভারতী (চাকদহ) মহুয়া (মেদিনীপুর) নিউ সিনেমা (কোচবিহার) ও অন্যত্র

কাল থেকে!

সীমাবদ্ধ

ভরত শমসের রাণা প্রযোজিত
শংকরের উপন্যাস থেকে
সত্যজিৎ রায়ের ছবি!

শ্রী : প্রাচী
ইন্দিরা : নবীনা
জয়া (লেক টাউন) ইলোরা (বেহালা) শ্যামাশ্রী (হাওড়া) অলকা (শিবপুর) প্রফুল্ল (খড়দহ) জয়শ্রী (বরানগর) গৌরী (উত্তরপাড়া) উদয়ন (শেওড়াফুলি) নৈহাটী সিনেমা (নৈহাটী) রমা (বিরাটী) কৈরী (চুঁচুড়া)
● পিয়ালী পরিবেশনা ●

আগামীকাল সাড়ম্বর শুভমুক্তি!
গীতালি দত্ত প্রযোজিত

সংগীত রবীন চ্যাটার্জী ● পরিবেশনা এস.বি. ফিল্মস.
রূপবাণী ● অরুণা ● ভারতী ● পদ্মশ্রী
[পরিবর্তিত শোর সময় : ২॥ ৫॥, ৮॥] [২, ৪৫. ৭॥]
সুচিত্রা ॥ মৃণালিনী ॥ পার্বতী ॥ মায়াপুরী ॥ মায়া ॥ মীনা ॥ ইন্দ্রধনু ॥ মানসী ॥ রূপালী ॥ কল্যাণী ॥ বর্ধমান সিনেমা ॥ রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি)

কাল—
প্রেমে পড়বে দাঁসা, দামাল এক মেয়ে।—সে প্রেমের পথ অতি সঙ্কট-কুটিল!

প্রযোজনা ও পরিচালনা দেবেন বর্মা ● সংগীত শঙ্কর জয়কিষণ
ওরিয়েণ্ট ॥ কৃষ্ণা ॥ জেম ॥ কালিকা ॥ উত্তরা (দুপুরের শো)
ভবানী ॥ পূর্বাশা ॥ নিউ রয়েল ॥ শুকতারা ॥ খাতুনমহল ॥ ন্যাশনাল ॥ অজন্তা ॥ কল্পনা ॥ পিকাডিলি ॥ নবরূপম ॥ লীলা ॥ সন্ধ্যা ॥ আনন্দম ॥ শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীদুর্গা ॥ চলচ্চিত্রম ॥ সুভাষ (আসানসোল) ॥ রূপকথা (মালদা) ॥ শ্রীবিষ্ণু (রাঁচী) কো-অপারেটিভ (কোচবিহার)...
* আজ অগ্রিম বুকিং : কৃষ্ণা : দুপুর, ১১॥ শো'র জন্য

আগামীকাল!

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'-র মর্মস্পর্শী চিত্ররূপ...
শর্মিলা · রাজেশ খান্না · নিরূপা রায় · মাস্টার সুরজ · জুনিয়র মেহমুদ

লাইটহাউস - অপেরা - ক্রাউন - নাজ - লিবার্টি - দর্পণা
জেম (দ্বিপ্রহর) - উজ্জ্বলা (দ্বিপ্রহর) - দীপ্তি - চিত্রপুরী
শৈলশ্রী ● অভীন্দ্র ● রুক্মিণী ● প্রফুল্ল ● (দ্বি-প্রহর) ● অনন্যা ● বিজয়া ● কমলেশ ● রূপছায়া ● শ্রীরামপুর টকী ● সরস্বতী (ত্রিবেণী : নব-সজ্জিত ও বাতানুকূল) রূপকথা ● প্রামাণিক ও অন্যত্র
কি: দ্রঃ—লাইট হাউস, অপেরা, নাজ, লিবার্টি ও চিত্রপুরী সিনেমায় অতিরিক্ত দ্বি-প্রহর প্রদর্শনী ● চিত্রনিকেতন রিলিজ ●

আগামী কাল শুভ উদ্বোধন

আধুনিকতম, বিলাসবহুল অনন্য প্রেক্ষাগৃহ

২০৮, বি টি রোড (বরানগর), কলিকাতা-৩৬,
ফোন : ৫৬-২০৫৮

শর্মিলা ● রাজেশ অভিনীত
ছোটী বহু

(সি ১৫৫৫)

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ৩৫-৫৫৯৮
আজ ৬টা, শনি ৬টা, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী মহানবমী ও একাদশী ২॥টা ও ৬টা

সওদাগর

শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জী, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, মমতা চন্দ্র, আরতি দাস, তরুণকুমার, রবি ঘোষ।

২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চে
আর্য্য অপেরার — ৫৫-২৩৫১

বাঘা যতীন

রচনা—বীরু মুখোঃ নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখোঃ
টিকিট—৫, ৩, ২, ১, টাকা
হলে পাওয়া যাচ্ছে। ৩৫-৫৫৯৮

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম (তাপ-নিয়ঃ)
আজ
(১) বৃহস্পতি অভিযান (২) ম্যাজেলানিক মেঘ (৩) ১৯৭২ সালের গ্রীষ্মের আকাশ।
ইংরেজী : বেলা ১২-৩০ ও ২-৪৫টা
হিন্দি : বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
বাংলা : বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

প্রবাহ

আজ ও শনিবার ৬॥টায়
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও একাদশী প্রত্যহ ৩ ও ৬॥টায়
বুকিং চলিতেছে। সকাল ৮টা—রাত ৮টা

১লা অক্টোবর বৈকাল ৬টায় বিশ্বরূপায়
তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
রচনা—শম্ভু বাগ

মহেঞ্জোদড়ো

নাট্য পরিচালনায়—অমর ঘোষ
শ্রেঃ—শান্তিগোপাল, বর্ণালী।
হলে টিকিট — ৫৫-৩২৬২

আজ
থিয়েটারের

জল

নাটক/উমানাথ ভট্টাচার্য
মুক্ত অঙ্গন ● সন্ধ্যা সাত ● হলে টিকিট
(সি ১৩৩৬)

ফেষ্টিভ্যাল অফ ব্যালেজ

শনিবার ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা !
রবীন্দ্র সদন : পরিবেশনে এডুকেশন কর্নার
চাইকোভস্কির : সোয়ান লেক ও নাট ক্র্যাকার
সেণ্ট সেইনের : ডাইং সোয়ান, অ্যাডামের : জিসেল
স্ট্রাভিনস্কির : ফায়ার বার্ড, ব্যালে টু বাক, এ ব্যালে টু রিমেমবর, ডান্স অব শুভ মুক্তি এবং

এক অভিনব নৃত্যের প্রথম উপস্থাপনা
সাইকেডেলিক ডান্স
নৃত্য পরিকল্পনা : বাণী মুখোপাধ্যায়
আলোকসম্পাত : তাপস সেন

টিকিট : ১০, ৭, ৫, ৩, হলে সকাল ১১টা থেকে ৭টার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে

কাল আরম্ভ!

মায়াবী জিপসিরাজ্যে ভ্রমণের অপূর্ব অভিজ্ঞতা

ম্যাজেস্টিক ● মুনলাইট ● বসুশ্রী ● বীণা
পূর্ণশ্রী ● পার্কশো ● প্যারামাউণ্ট ● আলেয়া
পুষ্পশ্রী ● পি-সন ● শান্তি ● নিশাত ● রাধাশ্রী ● বিভা ● চম্পা ● রজনী ● রামকৃষ্ণ ● স্বপ্না ● শ্রীকৃষ্ণ (বালি) ● চিত্রালয় ● বিচিত্রা ● নিউ সিনেমা (আসানসোল) বম্বে (খড়্গপুর) বিজয়া (বহরমপুর) মাউন্টব্যাটেন (পোর্টব্লেয়ার) গ্র্যান্ড (কটক)
ম্যাজেস্টিক - মুনলাইট - বসুশ্রী - পার্কশো ও আলেয়াতে প্রত্যহ চারটি শো

কাল থেকে চলবে!

'ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে বিরল সংযোজন' — ভ্যারাইটী (নিউইয়র্ক)
সিনেআই ফিল্মসের

সারা আকাশ

প্রযোজনা · পরিচালনা বাসু চ্যাটার্জী
শুধুমাত্র দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনীতে
লোটাস : মেনকা : গণেশ

কাল শুভারম্ভ

এক মহীয়সী রমণীর নীরব আত্মত্যাগ ও প্রেমের সরব আত্মনিবেদনে পরম রমণীয় পরিচ্ছন্ন চিত্র.............

হিন্দঃ মেনকাঃ ছায়াঃ গ্রেসঃ গণেশঃ ইণ্টালীঃ
তসবীরমহল বঙ্গবাসী — আলোছায়া — কমল — অশোকা
নারায়ণী — লক্ষ্মী — রূপশ্রী — দীপক
জ্যোতি (চন্দননগর) — জনতা (পুরী) — আরতি (বর্ধমান) — চিত্রা (আসানসোল)
মীরা (বহরমপুর) — বিচিত্রা (মালদা) — কোনারক (রাউরকেল্লা)

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

শেয়ার বাজারে মাঝারি লেনদেন

২২ সেপ্টেম্বর—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হস্তে ডেলিভারি : ডানলপ ইনডিয়া ৩৪।৬০ ৩৪।১০; ইনডিয়ান আয়রন ১।৬০ ১।৬৫; গেসটকিন উইলিয়ম ৩৫।০৫ ৩৫।১০; ইনডিয়ান কেবল ২০।২০ ২০।৪৫; ইনড অ্যাল: ৩৫।৫০ ৩৫।৫৫; ওরিয়েনট পেপার ৩৩।১৫ ৩৫।২০; রোটাস ইনড ৪।৭০ ৪।৭৫।

ক্লিয়ারিং তালিকা বহির্ভূত

সরকারী ঋণপত্র : ৫$\frac{3}{4}$% পঃ বঙ্গ (১৯৮২) ১০০।২৫।

শরণার্থীদের ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশের শরণার্থীদের ত্রাণ ব্যবস্থা, তাতে কোন গলদ কিংবা দুর্নীতি আছে কিনা এবং শিবিরের নিরাপত্তা পদ্ধতি কীভাবে চলেছে, তা যাচাই করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক তথ্যানুসন্ধান দল পাঠিয়েছেন। সেই দলের সদস্যরা বুধবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সঙ্গে মিলিত হন। এই রাজ্যে ঘাট শরণার্থীর নানা সমস্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

এই দলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সেল'-এর অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারি শ্রী আর এন চোপরা ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের শ্রীপ্রসাদ আছেন। দলটি গত মঙ্গলবার কলকাতায় এসেছেন। শুক্রবার দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ভ্রমণ সূচী

ট্যুরিস্ট কোচে

দীঘা	১—৩, ৯—১০, ১৬—১৭ অক্টোবর	৩৫, টাকা (আহার ভিন্ন)
মুর্শিদাবাদ—পাঁচথুপি	২৭—২৮ সেপ্টেম্বর	৬৮, টাকা (আহার সহ)
শান্তিনিকেতন—বক্রেশ্বর মশানজোড়—তারাপীঠ—নান্নুর	৯—১১ অক্টোবর	৩৭, টাকা (আহার ভিন্ন)
বিষ্ণুপুর—কংসাবতী প্রজেক্ট	২৩—২৪ অক্টোবর	৫০, টাকা (আহার ভিন্ন)

মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে ভ্রমণকারীরা পাঁচথুপির গ্রাম্য পরিবেশে দুর্গাপূজা দেখতে পাবেন।

কলকাতা ও তার আশেপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখার জন্যে প্রতিদিনের ভ্রমণসূচীর টিকিটের হার মাত্র ১০, টাকা। ২৪—২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ভ্রমণে কুমারটুলিতে প্রতিমা গড়ার কাজে ব্যস্ত শিল্পীদের দেখার বিশেষ সুযোগও পাওয়া যাবে।

এছাড়া, গঙ্গাবক্ষে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন দেখার জন্যে বিশেষ লঞ্চ ভ্রমণের ব্যবস্থা (চাঁদপালঘাট এবং আউটরামঘাট থেকে যাত্রা) ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত। টিকিট : ৭, টাকা (১০ বছরের কম বয়স হলে ৩, টাকা)।

আসন সংরক্ষণ ও বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/G 212

বিশ্ব ভারোত্তোলনে পোল্যানড এগিয়ে

লিমা, ২২ সেপ্টেম্বর—পঞ্চবিংশতি বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বুধবার পর্যন্ত ফলাফল :—

	সোনা	রূপা	ব্রোনজ
পোল্যানড	৭	৩	৩
জাপান	৪	৫	৪
রাশিয়া	৩	১	২
ইরান	১	৩	১
হাংগেরী	১	০	০
অস্ট্রিয়া	০	০	২
ক্যালোমবিয়া	০	০	১

জুনিয়ার ভারোত্তোলন নবেমবরে

জাতীয় জুনিয়ার ভারোত্তোলন ও ভারত কুমার প্রতিযোগিতা ৪ নবেমবর জামশেদপুরে আরম্ভ হবে। বিভিন্ন রাজ্যের ২৫০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করবে।

অমৃতরাজ ও রয়াপপা এগোচ্ছে

সিউল, ২২ সেপ্টেম্বর—এশিয়ান জুনিয়ার টেনিসে বিজয় অমৃতরাজ ও জয়াকুমার রয়াপপা জুটি ডাবলসে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। তারা সিঙ্গলসে উঠেছে তৃতীয় রাউনডে।

কমপ্যাটার টেস্ট

হবস, হ্যামনড ও কমপটনের একুনে ২৩ রান : মিলার মারাত্মক

লনডন, ২২ সেপ্টেম্বর—কমপ্যুটার কমপটনকে ডুবিয়েছে, হবস এবং হ্যামনডকেও ভাসিয়ে রাখেনি। তিনজনের একত্রে রান মাত্র ২৩। লিনডওয়াল ও মিলারের বল হয়েছে মারাত্মক। হ্যামনড ও কমপটনকে ক্লিন বোলড করার কৃতিত্ব সমেত মিলার পেয়েছেন ২৮ রানে ৪টি উইকেট। লিনডওয়াল ৬ রানে ৩টি।

লর্ডসে কমপ্যুটার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অসট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩২১ রানে (গতদিন ৮ উইঃ ২৮৯ রান) শেষ হবার পর ইংল্যানড ৮ উইকেটে ২১৮ রান তুলেছে। অসট্রেলিয়ার দুই ফাসট বোলার রে লিনডওয়াল ও কিথ মিলারের মারাত্মক বোলিংয়ে মাত্র ৩১ রানে ইংল্যানডের ৩টি উইকেট পড়ে যায়। চতুর্থ উইকেটে হাটন ও লেল্যানড ৩ ঘণ্টায় ১৫৯ রান করেন।

অসট্রেলিয়া—(গতদিন ৮ উইঃ ২৮৯) মিলার এল বি ডবলিউ, টেট ৭৫, টাল্লন নঃ আঃ ৭, ওরিলি ব টেট ০। অতিরিক্ত ৮। মোট ৩২১। বোলিং—টেট ৩৩—৯—৮৪—৩; লারউড ২৬—৪—৭৫—০; হ্যামনড ২৫—৪—৭৬—১; লেকার ২৪—৫—৪৭—২; ভেরিটি ২০—৯—৩১—৪;

ইংল্যানড—১ম ইনিংস—হবস ব লিনডওয়াল ৮, হাটন ক টাল্লন ব মিলার ১০, হ্যামনড ব মিলার ১০, কমপটন ব মিলার ৫, লেল্যানড ব বেনো ৮০, মে নঃ আঃ ১২, ইভানস এল বি ডবলিউ ব মিলার ১, লারউড ক লিনডওয়াল ব মিলার ৭, টেট ক মিলার ব লিনডওয়াল ০, লেকার নঃ আঃ ৪। অতিরিক্ত ৪। মোট (৮ উইঃ) ২১৮। বোলিং—লিনডওয়াল ২০—৫—৩৬—৩; মিলার ১৮—৮—২৮—৪; ওরিলি ২৭—৪—৫৮—০; বেনো ২৪—৩—৬৫—১; ম্যাকারটনি ১০—১—২৬—০। —রয়টার

অসট্রেলিয়ায় (১৯৭২-৭৩) পাকিস্তান যাবে

লাহোর, ২২ সেপ্টেম্বর—পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ১৯৭২-৭৩ মরশুমে অসট্রেলিয়া সফর পাকাপাকি স্থির হয়েছে। ওয়েসট ইনডিজ রাজি আছে পাকিস্তানকে ১৯৭৭এ সফরের আমন্ত্রণ জানাতে। এই নবেমবরে পাকিস্তান ক্রিকেট দল দু সপ্তাহের সিংহল সফরে যাচ্ছে। সেখানে তারা চারদিনের একটি বেসরকারী টেসট খেলবে। —রয়টার

বর্ণবৈষম্য নীতি চালিয়ে যাব

—দঃ আফরিকার ক্রীড়ামন্ত্রী

কেপটাউন, ২২ সেপ্টেম্বর—দক্ষিণ আফরিকার অসট্রেলিয়া সফর পরিত্যক্ত হওয়ায় আমি কিছুটা হতাশ হয়েছি, তবে খেলাধুলায় যে বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসরণ করে চলেছি তা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হবো না। দক্ষিণ আফরিকা ক্রীড়ামন্ত্রী ফ্রাঙ্ক ওয়ারিং উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। মিশ্রবর্ণের ক্রিকেট তিনি ক্লাব পর্যায়েও প্রবেশ করতে দেবেন না।

তিনি দক্ষিণ আফরিকার কোন মিশ্র-বর্ণের দলকে বিদেশ যেতে দেবেন না। তার কথা, দক্ষিণ আফরিকার দলগুলি বরাবরই শ্বেতাঙ্গ ছিল এবং থাকবেও।'

'সফরকারী ক্রিকেট দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া যোগ্যতার ভিত্তিতে যদি কোন কালো খেলোয়াড়কে দলে রাখে তাহলে আগবী দলকে যেমন স্বীকার করেছি তেমনি ক্রিকেট দলকেও গ্রহণ করব। কিন্তু আমাদের দল গঠনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হব না।'

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, দুজন কালো খেলোয়াড়কে দলে নিলেই অসট্রেলিয়া সফর সম্ভব হতো বলে খবর বেরিয়েছে। হলে সেটা একটা তামাশার ব্যাপার হতো কেন না তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে দলে আসত না। রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে সাদা কালো মিশিয়ে কোন ট্রায়ালের ব্যবস্থা হলেও শ্রেষ্ঠ দল গঠন করা যায় না।'

কোন কালো খেলোয়াড় যদি বিশ্ব একাদশ দলে খেলার জন্য শ্বেতাঙ্গ দঃ আফরিকানদের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয় তাহলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মিশ্র দক্ষিণ আফরিকা দলকে আমন্ত্রণ জানালে আমি নিরুৎসুক থাকব।'

অসট্রেলিয়া সফর পরিত্যক্ত হওয়া মানে আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় দক্ষিণ আফরিকার কবর এ কথা ওয়ারিং বিশ্বাস করেন না। —পি টি আই

কর্মবিরতি আন্দোলন চললে, যুব কংগ্রেস চেয়ার দখল করবে

—প্রিয়দাস মুনসি

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর—গত সোমবার এখানে এক জনসভায় যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসী এম পি বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, পূজোর পরও যদি সরকারী কর্মচারীরা কর্ম বিরতি পালন করেন, তা হলে যুব কংগ্রেসের সদস্যরা ওঁদের স্থান দখল করবেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের কর্ম বিরতির নিন্দা করে বলেন, দোষী কর্মচারীদের বরখাস্ত করা উচিত।

শুক্ল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য

ভূপাল, ২২ সেপ্টেম্বর—মধ্যপ্রদেশে শ্রীশ্যামাচরণ শুক্লের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের থেকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল আজ তা রাজ্য বিধানসভায় ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে। —পি টি আই

তারাশঙ্করের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শোকসভা

গত শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কার্যকরী সমিতি ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে একটি বিশেষ শোক সভা আহ্বান করেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য উত্থাপিত শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। সভায় পরবর্তী সভাপতি হিসেবে নির্মলকুমার বসুর নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পূজা ও দীপাবলীতে অপূর্ব সুযোগ !

টেলিফাঙ্কেন বাহার ট্রানজিষ্টর

২১৩·৫৮ টাকার পরিবর্তে মাত্র ১৬৫, টাকা

লাইসেন্স, বিক্রয়কর, ব্যাটারী ইত্যাদি সমেত

নান অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিঃ-১

ফোন : ২৩-৩৮৪/১১৯৬

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে

যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অন্তত পাঁচ বৎসর বন্দিজীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য এবং যে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামী আর বাঁচিয়া নাই, সে ক্ষেত্রে তাঁহার পরিবারের জন্য যোগ্য ক্ষেত্রে পেনসন দেওয়ার নিমিত্ত ভারত সরকার ২ অক্টোবর, ১৯৬৯ তারিখ হইতে একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। সরকার পরে ৩০-৪-১৯৭১ তারিখে সিদ্ধান্ত করেন যে, যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী হইয়াছিলেন এবং বাঁহাদের ভারতে বিচার হইয়াছিল ও শাস্তিবিধান হইয়াছিল কিন্তু যাঁহারা ভারতের বাহিরের জেলে প্রেরিত হইয়াছিলেন (তাঁহাদের বন্দীত্বের মেয়াদ যাহাই হউক না কেন, অবশ্য তাঁহাদের ভারতের নাগরিক হইয়া থাকা চাই এবং ভারতে বসবাসকারী হইয়া থাকা চাই), তাঁহাদের সকলের ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য হইবে।

২। যে সমস্ত যোগ্য প্রার্থী এখনও পর্যন্ত পেনসনের জন্য দরখাস্ত করেন নাই, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব সত্বর (অবশ্যই ২ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে) মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স-এর নিকট তাঁহাদের বিবরণ দাখিল করিতে বলা হইতেছে। উক্ত তারিখের পরে প্রাপ্ত দরখাস্ত পেনসন মঞ্জুরের তারিখ হইতে ভবিষ্যতে পেনসন পাওয়ার জন্যই কেবল বিবেচিত হইবে। দরখাস্ত সেক্রেটারি, ভারত সরকার, মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স, নয়াদিল্লি-এর শিরোনামে পাঠাইতে হইবে।

ডি এ ভি পি ৭১/২৬৮

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

মাদ্রাজ ও পুরীগামী স্পেশাল ট্রেনে স্থান রিজার্ভেশন

১৯৭১ সালের ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ৩ আপ হাওড়া-মাদ্রাজ মেল এবং ৮ আপ হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেসযোগে ভ্রমণের জন্য স্থান রিজার্ভেশনের ব্যাপারে যে সকল যাত্রীর নাম প্রতীক্ষারতদের তালিকায় রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়া হইতে মাদ্রাজগামী এবং ২৫ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়া হইতে পুরীগামী স্পেশাল ট্রেনে তাঁহাদের রিজার্ভেশন (যেরূপ পাওয়া যাইবে) সংগ্রহের জন্য অবশ্যই ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতায় এসপ্লানেড ম্যানসনস সিটি বুকিং অফিসে আসিবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

পি আর/এস ই পি এ/১/সি-৪৬ (৩১১)

সুইলার সাইকেল ইন্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড (ভূতপূর্ব সুইলার ইন্ডাস্ট্রীজ) রাজপুরস্থ ডাঃ বি সি রায় রোডে অবস্থিত ফ্যাক্টরী Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd এবং State Bank of Indiaএর সাহায্যে আগামী ২৪-৯-৭১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হইবে।

দীর্ঘকাল উক্ত ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকার দরুণ বিভাগগুলি পর্যায়ক্রমে খোলা হইবে। আগামী ৪-১০-৭১ তারিখ হইতে টুলরুম ও মেনটেনেন্স-এর কর্মীদের কাজে যোগদান করিতে হইবে।

অন্যান্য কর্মীদের কার্যে যোগদানের ধার্য দিন বিজ্ঞপ্তি মারফৎ ফ্যাক্টরীর ফটকে নোটিশ বোর্ডে সময়মত টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

"ম্যানেজিং-ডাইরেক্টর"

(সি ১৬৭৮)

পূজোর কেনাকাটা করুন

আধুনিক ডিজাইনের সর্বভারতীয় শাড়ী ও তৈয়ারী পোষাক

টেরিলিন, টেরিকটন, স্যুটিং, সার্টিং ইত্যাদি

বস্ত্র ও পোষাকের অনন্যসাধারণ বিপনি

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার কলি-৭ ফোনঃ ৩৩-২৩০৩

পাইপগানের গুলিতে মহিলা আহত

বুধবার বিকালে যাদবপুর থানার রিজেনট পারকের কাছে শ্রীমতী গৌরী চ্যাটার্জি নামে ৩৮ বছরের এক মহিলা পাইপগানের গুলিতে আহত হন।

প্রকাশ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে ওই সময় সংঘর্ষ চলছিল। ভদ্রমহিলা নাকি তাঁর ছেলের খোঁজে বাইরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কপালে গুলি। তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পূজোর পোশাক যেখানে সেখানে কেনা চলবেনা!

কিনতে হবে বেছে দেখে, 'গ্ল্যামার' থেকে নইলে আড়ি, মুখ ভারি কেউ কথা বলবে না।

সারা পরিবারের সাজগোজের জন্য সযত্নে বাছাই-করা নতুন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের পুজোর পোশাক 'গ্ল্যামার' থেকে পছন্দ করে কিনুন—

খোকাখুকুদের জন্য :

টেরিকট ও সুতীর শার্ট, জী শার্ট, স্ল্যাকস, শার্ট, বাবা স্যুট বেলবটম, ফ্রক। নাইলনের শার্ট, স্পোর্ট শার্ট, সিল্কোনিজ লুঙ্গী সেট।

মহিলাদের জন্য :

নাইটি, পাজামা স্যুট, হাউসকোট, বেলবটম—সব 'সেনোরিটা'-র তৈরি। সিল্কোনিজ লুঙ্গী সেট, 'মেডেনফর্ম' ব্রেসিয়ারি, চামড়া, প্ল্যাস্টিক ও নাইলন স্ট্র-র হ্যান্ডব্যাগ।

শাড়ী :

দক্ষিণ ভারতীয় হ্যান্ডলুম—কোটা, সিকো, কটকী। ছাপা—কোটা, মলমল, অর্গান্ডি, চান্দেরি, মটকা। ব্যাঙ্গালোর ও বেনারসী সিল্ক শাড়ী—রিভার্সেবল ও তাঞ্জোই। সুতীর বেনারসী—অর্গান্ডি, জর্জেট, পাটোলা, ইজিপসিয়ান কটন।

পুরুষদের জন্য :

টেরিকট ও সুতীর শার্ট, জী শার্ট স্ল্যাকস, পাজামা স্যুট, ড্রেসিং গাউন, মোজা, টাই, টাইসেট এবং 'মেট্রোপলিটন' এর ক্যাফলিংস, বেল্ট ও ওয়ালেট

• শনি ও রবিবার দোকান পুরো খোলা •

গ্ল্যামার

নিউ মার্কেট, কলিকাতা

মাদ্রাসা এডুকেশন বোরডকে স্বীকৃতি দেবার আশ্বাস

স্টাফ রিপোর্টার

মাদ্রাসা এডুকেশন বোরডকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে রাজ্যের শিক্ষাসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত মঙ্গলবার কলকাতা মাদ্রাসার এক প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিজাম আহমদ খান ও কলকাতা মাদ্রাসা ছাত্র সংসদের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে এদিন শ্রী সেনগুপ্তের কথা হয়। পরে শ্রী সেনগুপ্ত আশ্বাস দেন যে ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও তিনজন লেকচারারের শূন্যপদ পূরণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জোনপুরের ৫৮ হাজার অধিবাসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বর—জোনপুরে গোমতী নদীর জল আজ বিপদসীমার ৩·৪৮ মিটার ওপরে উঠে গিয়েছে।

শহরের ৮৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৫৮ হাজার অধিবাসী বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

দিশি নৌকার সঙ্গে ১২টি ফৌজী নৌকাও ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েছে। —পি টি আই

সোনা ও রূপা

২২ সেপ্টেম্বর—আজ কলকাতার বাজারে বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্টান, ১০ গ্রাম)	১১৯,
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৫৭,
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৫৬১,

শ্রীসারদা বিহার—এবারও মহালয়ার দিনে ঠাকুরপুকুর শ্রীসারদা বিহারে দুই শ ছাত্রছাত্রী, কর্মী ও দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী উমা রায়।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—সাধ্বী অরণ্য-কুমারী দেবীর ৮২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীতারা মঠে। প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক উৎসব সমিতি শ্রী তারা মঠ, ৬এ সাধু তারাচরণ রোড কলকাতা-২৬।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব

নোটিশ

রুলে ৪১(বি)

সদস্যদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ভোটারদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বৃহস্পতিবার হইতে উক্ত তালিকা ক্লাব টেন্টে বা ক্লাব অফিসে দেখা যাইবে।

স্বাঃ এস সি মিত্র

অনাঃ জেনারেল সেক্রেটারি

(২৭১)

পূজা উপলক্ষ্যে বিনীর ও মফতলালের

শার্ট ও বস্ত্রাদি

নিশ্চিন্ত-মনে কেনাকাটার জন্য

আসুন

দাস ব্রাদার্স

ডি-৬, লেক মার্কেট

কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪৬-৩৭৬২

(১৫৪১এ)

ওকাসা পুরুষের প্রয়োজন মেটায়

সফল জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন ওকাসায় তা পাওয়া যায়। ওকাসা অকাল বার্ধক্য রোধ করে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং সবচেয়ে যেটা জরুরী যৌবনের বল ও বীর্য ফিরিয়ে আনে।

সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আজ বলবর্ধক তথা দ্রুত—স্বাস্থ্যোদ্ধারকারী আধুনিক ট্যাবলেট ওকাসা ব্যবহার করেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক পৃথক ওকাসা পাওয়া যায়।

ওকাসা-হার্মো-ফার্মা লিমিটেড, লণ্ডন-বার্লিন-এর তৈরী

বড় বড় ওষুধের দোকানে পাবেন অথবা সরাসরি নীচের ঠিকানা থেকে পাবেন:

OKASA CO. PVT. LTD.
P.O. BOX 396, BOMBAY-1.

মধ্যপ্রদেশ স্টেট লটারি

১৯৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভোপালে মধ্যপ্রদেশ স্টেট লটারিজের ২৭তম মিনি খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা
(উভয় সিরিজ মিলাইয়া)
M — 0226727

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০, টাকা
(উভয় সিরিজ মিলাইয়া)
P — 0112351

ছয়টি তৃতীয় পুরস্কার—প্রত্যেকটি ১,০০০, টাকা
(M এবং P সিরিজের প্রত্যেকটিতে তিনটি)

M	P
M — 0345521	P — 0244956
M—0117670	P — 0217316
M — 0227404	P — 0265158

পঞ্চাশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০, টাকা
(M এবং P সিরিজের প্রত্যেকটিতে পঁচিশটি করিয়া)
M এবং P সিরিজের সেই সমস্ত টিকিট যেগুলির শেষ চারটি অঙ্ক নিম্নরূপ :
M-4000 P-3135

এক হাজারটি পঞ্চম পুরস্কার—প্রত্যেকটি ৫০, টাকা
(M এবং P সিরিজের প্রত্যেকটিতে পাঁচ শতটি করিয়া)
M এবং P সিরিজের সেই সমস্ত টিকিট যেগুলির শেষ তিনটি অঙ্ক নিম্নরূপ :
M-026 P-451
M-594 P-640

মধ্যপ্রদেশ গেজেটে যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এই খেলার ফলাফলের সরকারী ঘোষণা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৭তম মিনি খেলায় যে সমস্ত এজেন্ট এম, পি, স্টেট লটারীজের সর্বাধিক সংখ্যক টিকিট কিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা।

মেসার্স লটারি সেন্টার, মালব্য চক, জব্বলপুর :
(১) শ্রী এস আর দাস, লটারি এজেন্ট, কলিকাতা; (২) মেসার্স কল্যাণ এজেন্সিজ কলিকাতা; (৩) মেসার্স ময়ূর এজেন্সি, কলিকাতা; (৪) মিসেস উমা খান্না, লটারি সেন্টার, জব্বলপুর; (৫) শ্রীপাপ্পু অগ্রবাল, স্টেট লটারি কর্নার, রায়গড়।

মেসার্স লাকী লটারি ডিস্ট্রিবিউটর, নয়াদিল্লি :
(১) শ্রীইকবাল চাঁদ খুরানা, ৩, খুরশীদ মার্কেট সদর বাজার, দিল্লি (২) শ্রীহরবংশলাল অরোরা, ৪-বি/৫৮২০, দেব-নগর নয়াদিল্লি। (৩) মেসার্স কমল ট্রেডার্স, হোটেল কন্টিনেন্টাল অ্যানেক্স, রিগ্যাল বিল্ডিংয়ের পিছনে, নয়াদিল্লি।

মেসার্স এম. পি. র‍্যাফল এন্টারপ্রাইজেস, পোঃ অঃ বিদ্যাবিহার, ভূপাল-২, এম. পি.
(১) শ্রীশতদেও ভারতী, শপ নং ১০০ মোহন সিং প্লেস, নয়াদিল্লি। (২) শ্রী এস এস মারোয়া, শপ নং ১০২, মোহন সিং প্লেস, নয়াদিল্লি। (৩) মেসার্স নূতন বুক ডিপো, জৈন গেস্ট হাউস ভগত সিং মার্কেট নয়াদিল্লি। (৪) মিসেস এস পাল, ১৩/১, এম জি রোড কলিকাতা-৯। (৫) শ্রী কে এল পারেখ, এম জি রোড পোরবন্দর। (৬) মেসার্স কিসমত লটারি সেন্টার, এম জি রোড, পোরবন্দর। (৭) শ্রীছিদ্দেলাল প্রেমচাঁদ বড়ে মহাবীরজীর নিকট জওহরগঞ্জ, জব্বলপুর।

পুরস্কার লাভের আরও দুইটি সুযোগ!

মিনি খেলা : ১০ই অক্টোবর, ১৯৭১ এবং ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭১।

প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা :

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০, টাকা

এবং আকর্ষণীয় আরও হাজার হাজার পুরস্কার

প্রতি ৫০০ টিকিটে একটি পুরস্কারের গ্যারান্টি

টিকিট প্রাপ্তির স্থান : (১) এম পি এম্পোরিয়াম, জনপথ, নয়াদিল্লি; (২) এম পি এম্পোরিয়াম ১১ এসপ্ল্যানেড ম্যানসনস ১৪ গভঃ প্লেস ইস্ট কলিকাতা-১ এবং (৩) মধ্যপ্রদেশের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারী/ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজার, স্মল সেভিংস এবং আমাদের অন্যান্য সমস্ত প্রধান এজেন্ট।

দ্রষ্টব্য : জনসাধারণের নিকট টিকিট বিক্রয়ের পূর্বে এজেন্টগণকে টিকিট বইগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

এস পি সিং
ডিরেক্টর
এম পি স্টেট লটারীজ

উন্নত মানের গেঞ্জী
DIGNITY & COMFORT

প্রস্তুতকারক সোলার টেক্সটাইলস
১৪,বি.কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫ ফোন: ৩৩-১২১৯

ইউনাইটেড ব্যাংক, কলেজ স্ট্রীট শাখার অভিনয়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভ ইনডিয়া, কলেজ স্ট্রীট শাখার সদস্যরা গত ৭ সেপটেমবর অভিনয় করলেন নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'। স্টার থিয়েটারে পরিবেশিত এই নাটকের অভিনয়-সাফল্যের প্রধান দিক অবশ্যই দলগত অভিনয়-যোগ্যতা। ফলে, নাটকের বহু মুহূর্তেই আবেগকে আলোড়িত করতে পেরেছে। নাট্যনির্দেশক প্রভাত গোস্বামীও ধন্যবাদার্হ। বিভিন্ন চরিত্রে সকলেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠাভরে। উল্লেখযোগ্য অভিনয়দক্ষতা দেখা গেছে নীতিশ চৌধুরী, অমল রায়গুপ্ত, নিখিল সেনগুপ্ত, শ্যামল বোস, সুভাষ রায়, নিরাপদ মুখার্জি, কমলেশ দাশগুপ্ত, সনৎ চক্রবর্তী, তৃপ্তি দাস, ইরা মিত্র, দীপা হালদার ও গীতা দে-র অভিনয়ে। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন অমর সাহা, আশু আইচ, অজিত মণ্ডল, নীলরতন রায়, শ্যামল চক্রবর্তী, হিমাংশু সেন, মধু শ্রীমানি, সনৎ চক্রবর্তী, তারক পাল, রামানন্দ ভট্টাচার্য ও সরস্বতী চক্রবর্তী।

আলোচ্য ব্যাঙ্কের এটি ছিল দ্বিত্রিংশতিতম বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীঅরুপকুমার সরকার। সভাপতি ছিলেন ক্ষেমেন্দ্রলাল রায় এবং প্রধান অতিথি শ্রীমুক্তালাল সেনশর্মা।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অভ ইনডিয়া কলেজ স্ট্রীট শাখা প্রমোদ বিভাগ অভিনীত 'উল্কা' নাটকের একটি দৃশ্য।

গান্ধর্বীর "তাসের দেশ"

গান্ধর্বী সংগীত শিক্ষায়তনের শিল্পীরা "তাসের দেশ" নাটকের প্রথম অভিনয় করেন ১৯৬৪ সনে, দ্বিতীয়বার অভিনয় করলেন গত ৫ সেপটেম্বর। রবীন্দ্র-সদনে। রাজপুত্র, সদাগর পুত্র, রাজা, রাণী, পত্রলেখা, রাজমাতা; ছক্কা, পাঞ্জা, রুইতন, ইস্কাবনী, চিড়েতনী ও হরতনী ভূমিকায় যথাক্রমে সৌমেনন্দ্র ঘোষ, সুজিত চক্রবর্তী, অতুল ভট্টাচার্য, সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্যা মিত্র, প্রতিমা রায়, সমীর মজুমদার, তাড়িৎ চৌধুরী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা চক্রবর্তী ও সুপ্তা ফৌজদার বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। কণ্ঠসঙ্গীতে সন্তোষ ঠকুর, জয়ন্তী চক্রবর্তী, চিত্রিতা চন্দ প্রমুখ এবং নৃত্য পরিকল্পনায় মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় সকলকে মুগ্ধ করে।

খাঁটি ও অখাঁটির বাজারে এক নতুনের আবির্ভাব
রাজবল্লভী মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল
শ্রীরাজবল্লভী অয়েল মিলস্ ৯৯, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড• কলি-৬

যাত্রায় 'বাঘা যতীন'

বিখ্যাত যাত্রাদল ভারতী অপেরার নতুন প্রযোজনা বীরু মুখার্জির 'বাঘা যতীন' আগামী ২৪ সেপটেমবর সন্ধ্যা ৬টায় অভিনীত হবে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। নির্দেশনা জ্ঞানেশ মুখার্জির। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন সুজিত পাঠক, জহর রায়, হিরণ বসু, মল্লিক, দেবকুমার, অমর ভট্টাচার্য, বলাই হালদার ছবি চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

মহাজাতি সদনে 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান'

নিউ আর্য অপেরার নতুন পালা উপহার 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান' আগামী ২৫ সেপটেম্বর প্রথম অভিনীত হবে মহাজাতি সদনে। নামভূমিকায় থাকবেন খ্যাতনামা অভিনেতা স্বপনকুমার, ব্যবস্থাপনা সুভাষ ব্যানার্জির। আরম্ভ সন্ধ্যা ৬টায়।

ভুবনায় গোষ্ঠীর অভিনয়

ভুবনায় গোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি ভৈরব গাঙ্গুলীর 'দিন বদলের ডাক' মঞ্চস্থ করলেন উন্নয়ন সংস্থা অফিসে। নাটকীয় অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। শিল্পীদের মধ্যে কৃত্তিবাস দাস অভিনীত 'সূর্যশংকর' বিশেষ প্রশংসা পায়। অমূল্য গিরি, কালিচরণ দে, ব্যোমকেশ জানা, বিমল দে, জগদীশ গিরির চরিত্রানুগ অভিনয়ও উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার মতন। বিমল মহাপাত্র, বিমল দে, গিরীন জানা, নির্মলকুমার, পরিতোষ পাত্র, অজিত বেরা, আগমনী কর, ভারতী বেরা, রবি মণ্ডল ও শঙ্কর সিংহ অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন।

বিশ্বরূপায় 'মহেঞ্জোদারো'

তরুণ অপেরার নতুন পালা শম্ভু বাগের 'মহেঞ্জোদারো' আগামী ১ অকটোবর সন্ধ্যায় অভিনীত হবে বিশ্বরূপায়। নির্দেশনা অমর ঘোষের।

নিউ রয়েল পঃ বঙ্গেই থাকবেন

সুখ্যাত যাত্রাদল নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা আসাম যাত্রার পরিবর্তে পঃ বঙ্গ ও কোলিয়ারি এলাকায় গান গাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে। দলের নতুন প্রযোজনা নরেশ চক্রবর্তীর 'বজ্রপ্রিয়া'। শিল্পীদলে আছেন তারারাণী পাল, দ্বিজু ভাওয়াল, শেফালী দে, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অনিল রায়, জবিরাণী, তারা ভট্টাচার্য, অজিত সাহা প্রভৃতি।

থিয়েটার ওয়ারকশপ দিল্লি যাচ্ছেন

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওয়ারকশপ এই প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন। দিল্লি কালীবাড়িতে আগামী ২৯ সেপটেমবর তাঁদের মঞ্চসফল সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা মোহিত চ্যাটার্জির 'রাজরক্ত' মঞ্চস্থ হবে। দিল্লি থেকে ফিরে এসে থিয়েটার ওয়ারকশপ নতুন প্রযোজনার কাজ শুরু করবেন পুজোর পরে।

পুজোর রেকর্ড

ভারতী রেকরড কোমপানি সম্প্রতি তাদের পুজোর রেকরড বের করেছেন। মোট ২৪টি স্টানডারড স্কেল রেকরড দিয়ে এ'রা এবারের 'শারদ-বন্দনা' সাজিয়েছেন। এর মধ্যে ২টি রবীন্দ্র-সংগীত, ১টি করে ছড়ার গান, কৌতুক নকশা ও ব্যঙ্গগীতির রেকরড আছে, তা ছাড়া সবই আধুনিক গান। প্রায় সকলেই তরুণ ও নবীন শিল্পী। কয়েকজন শিল্পী এই প্রথম সুযোগ পেলেন তাদের গান রেকরড করবার। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যাঁদের গান শ্রোতাদের ভাল লাগবে। রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী দুজন। তার মধ্যে সমর গুপ্তের গান দুটি (বিরহ মধুর হল/হার মানা হার পরাব) ভাল লাগে। অন্য শিল্পী সুদীপ্ত সেন (অরূপবীণা রূপের আড়ালে/ওদের কথায় ধাঁধা লাগে) দরদ দিয়ে গেয়েছেন।

তা ছাড়া শিল্পী তালিকায় আছেন গৌরীশঙ্কর (যাবো না যাবো না/আরো কাছে এসো), বিদ্যুৎ দত্ত (তোমার চোখের নীলে/ওপার বাঙলার), জয়ন্তী সেন (কে কথা শুনেছি/মনে ছিল মনের কথা), শিশির সরকার (যদি ডডাকো/মনের সাথে বিবাদ), দেবকুমার লাহিড়ী (দূরবীণে চোখ রাখলে/কবে এসেছিনু মনে নাই), বন্দনা মুখার্জি (এই জীবনে দরদী মেলেনি/সবরী সেজেছি আমি), নির্মাল্য পাল (বধূর আমার কী দেব/বঁধুয়া আমার), রঞ্জিত বসু রায় (ফিকে নীল শাড়ী/রাত গভীর হয়), ক্যান্সি রায় (আহা, কী দুষ্টু/শাপিনী তাপিনী), দিলীপ ভট্টাচার্য (যে পথেরে খুঁজে/কেন যে নয়ন জুড়ে), সুব্রত চন্দ (যাই চলে/আমি তোমায় খুঁজি), ভূপেন কুন্ডু (চোখের জলের দাম/সন্ধানী এক ভ্রমর), রঞ্জিত ঘোষাল (কেন যে বোঝ না/ঘুম নিঝুম রাতের শেষ), উদয় সরকার (জানি গোলাপেরই কাটাতে/সহেলী শোন শোন), সোমেন দত্ত (সাত সাগরের পার/আজ জীবনটা) প্রভৃতি।

মীনা চৌধুরী ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন যথাক্রমে ছড়ার গান (বেড়াল যদি বাঘের মাসী/ইস্টিশানে রেলগাড়ী) ও ব্যঙ্গগীতি (চৌরঙ্গীর মোড়ে/কত ফ্যাশান দেখি)। গীটারের একমাত্র রেকরডটির (হিন্দী ছবির গানের সুর) শিল্পী সুভাষ পাল। শেষোক্ত দশজন শিল্পী রেকরডে এই প্রথম সুযোগ পেলেন।

ভানুতীর্থের অনুষ্ঠান

'ভানুতীর্থ' ইতিমধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন রবীন্দ্রসংগীতচর্চা ও পরিবেশনে। তাঁদের এই সুখ্যাতি যে অমূলক নয়, তার পরিচয় আবার পেলাম গত ৫ সেপটেমবর কলামন্দিরে তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনে। প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্রমণি অরবিন্দ বিশ্বাস—যিনি রবীন্দ্র-সংগীত জগতে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অরবিন্দ বিশ্বাস এদিনের অনুষ্ঠানে পর পর কয়েকটি গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। তা ছাড়া চমৎকার গাইলেন দীপ্তি বিশ্বাস। তাঁর দরাজ গলায় গাওয়া 'কে বসিলে আজি' প্রশংসনীয়। শৈলেন দাস, সুব্রত সেনগুপ্ত ও সোনা পালিতও ভাল গেয়েছেন। অতিথি শিল্পী দুজন—সুচিত্রা মিত্র ও সুবিনয় রায়। দু'জনের অনবদ্য কণ্ঠ ও পরিবেশনার প্রশংসা নতুন করে করা নিষ্প্রয়োজন।

একক গানের অনুষ্ঠানের পর হয় 'শেষ বর্ষণ'। সমবেতকণ্ঠে গাওয়া গানগুলি সারা হল মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। নাচের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবযানী চালিহার নাম। অন্য যাঁরা ছিলেন নাচে, তাঁদের রবীন্দ্র-ঘরানায় আর একটু তালিম নেওয়া দরকার। বিশেষ করে জবড়জঙ্গ পোশাক ও গয়নায় ভারাক্রান্ত দেহ নিয়ে মঞ্চে বার বার প্রবেশ দৃষ্টিকটু। তেমনি দৃষ্টিকটু মঞ্চসজ্জায় অবিন্যস্ত অলংকারগুলি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী, সভাপতি প্রবোধকুমার সান্যাল। ভানুতীর্থের পক্ষে সুন্দর ভাষণ দেন অতনু সান্যাল।

মুক্ত অঙ্গনে 'সওয়াল'

ক্লাস থিয়েটারের নতুন উপহার 'সওয়াল' আগামী ২৪ সেপটেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় অভিনীত হবে মুক্ত অঙ্গনে। ১৯২৯ সালের মিরাট ষড়যন্ত্রের পটে নাটকটি রচিত। নির্দেশনা নিমাই ঘোষের।

রঙ্গ স্টার অভিনীত 'অন্তরাগ' নাটকে গৌরগোপাল মালাকার।

আসামের পথে সত্যম্বর অপেরা

বিখ্যাত যাত্রাদল সত্যম্বর অপেরা আগামী শারদীয় পুজো থেকে আসামের বিভিন্ন আসরে গাওনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ওখানে দলের প্রথম অভিনয় জোড়হাটে—শারদীয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। ভৈরব গাঙ্গুলীর 'কামা খাম রক্ত' এবং 'রাতের হায়না' দলের নতুন উপহার। এ ছাড়া 'শহর থেকে দূরে', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' প্রভৃতি পালাও অভিনীত হবে। পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি শান্তনু ঘোষ, মাখন সমাদ্দার, রবীন চ্যাটার্জি, অচিন মৈত্র, সর্বোত্তম চাটার্জি, জয়শ্রী মুখার্জি, মীনা দে, কল্পনা নায়েক, নমিতা চক্রবর্তী, চপলা ভাদুড়ী ও শেখর ভাদুড়ী আছেন শিল্পী দলে। জোড়হাটের পর সত্যম্বরের দ্বিতীয় আসর তিনসুকিয়ায়।

আর আই সি- আপনার প্রতিদিনের প্রয়োজনে!

আর আই সি-র
সুতী ও সিল্কের হ্যাণ্ডলুম
শাড়ী ধুতি, গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি প্রভৃতি
জুতা ও স্যাণ্ডেল

আপনার কাছাকাছি আর আই সি-র দোকান থেকে কিনুন:
২৫, গ্রী কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ * ২৩, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
৩৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ * বেহালা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলিকাতা-৩৪
বনহুগলী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলিকাতা-৩৫ * স্টেশন রোড, হাওড়া * তাহেরপুর
গয়েশপুর * কে. বি. এম., চাকদহ * কদমা মোড়, হাবড়া * বেনাচিটি, দুর্গাপুর-১৩ * নিউটন মার্কেট, দুর্গাপুর-৫ * আমলাদাহী মার্কেট, চিত্তরঞ্জন
বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি * রবীন্দ্র অ্যাভেনিউ, মালদহ।

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড
(ভারত সরকারের সংস্থা) ২৫, গ্রী কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

Progressive/RIC-3/71

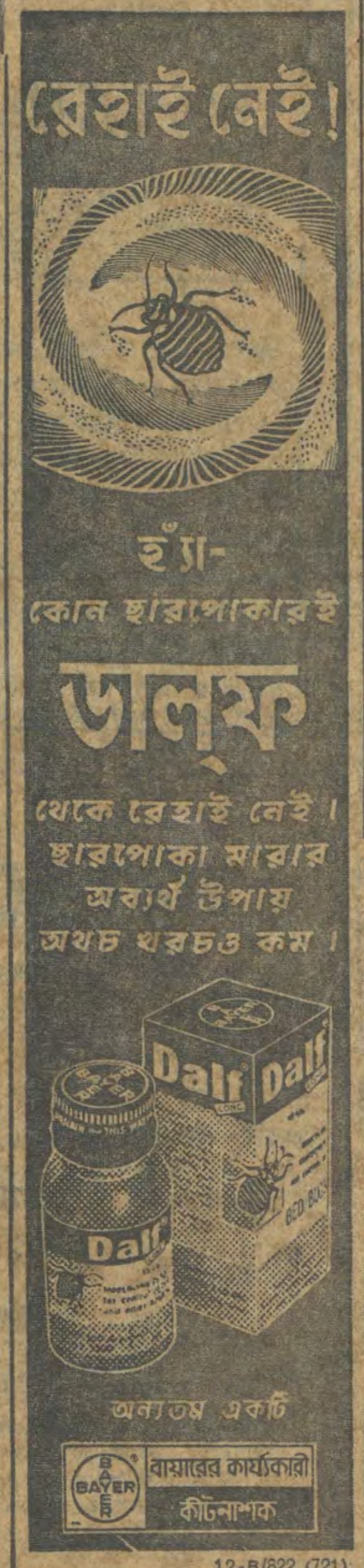

12-B/822 (721)

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া
(হেড অফিস—বম্বে)

১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে উত্তরবঙ্গে নিম্নলিখিত চারটি ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের কথা সানন্দে ঘোষণা করিতেছেন:

১। নিউ জলপাইগুড়ি	(জলপাইগুড়ি জেলা)
২। বেলাকোবা	(" ")
৩। চালসা	(" ")
৪। সোনাদা	(দার্জিলিং জেলা)

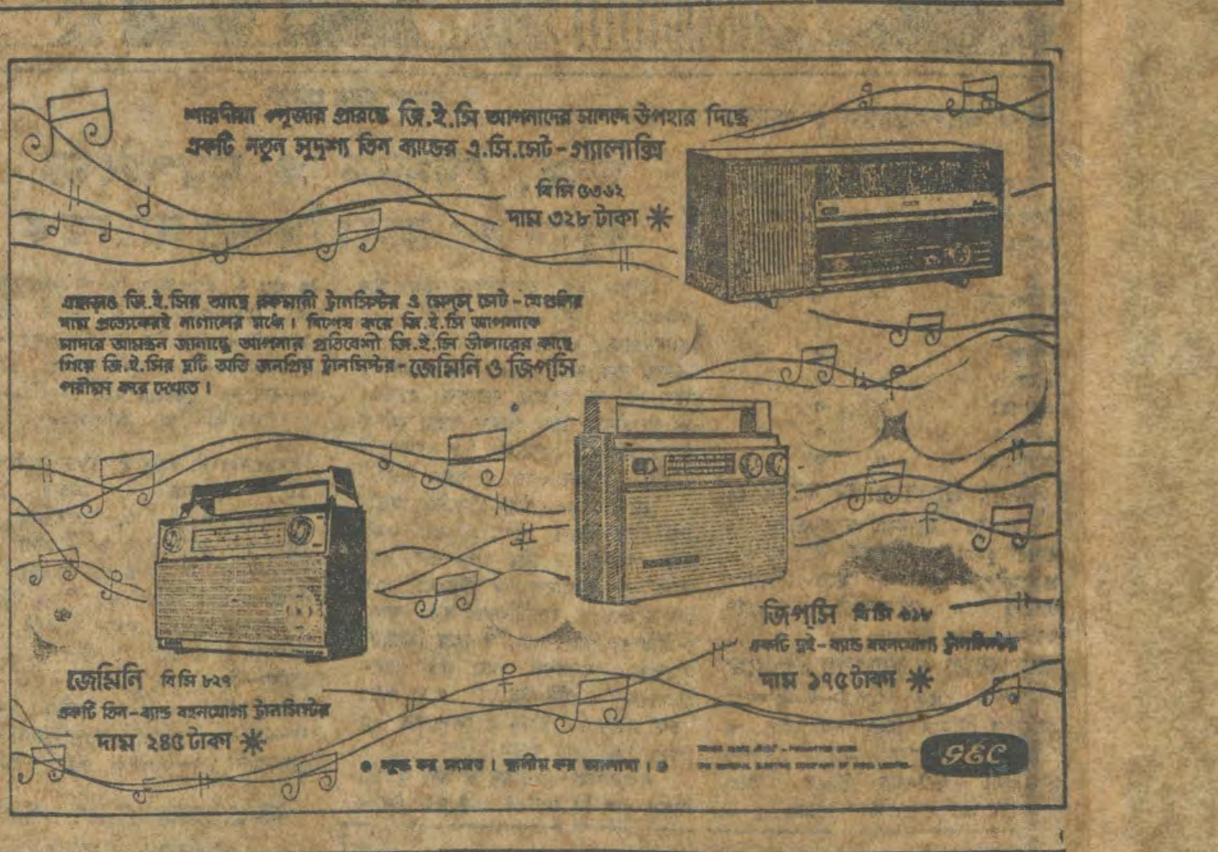

OPENING TODAY
A steel retail centre in Calcutta.

THE SHORTAGE OF FREE CUTTING STEELS IS OVER GKW alone will make 13,000 tonnes this year

GKW
Free Cutting Steel
Bright Bars

NOW THEY ARE AVAILABLE TO THE SMALLEST USERS.

Introducing a new service to the small scale industries. A steel retail centre in the heart of Calcutta to sell En 1A bright bars. Now small scale manufacturers with limited requirements will be able to buy our En 1A bright bars in popular sizes and sections over the counter. No order is too small. Even less than 100 Kg. at a time. So shop now for high quality bright steel bars at the GKW Retail Centre.

GKW Guest Keen Williams Ltd
Steel Division
Retail Centre: 2 Waterloo Street, Calcutta 1
Phone 67-4112 for stock details.

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার